Sancti Gregorii Papæ
Dialogorum Liber II '**Vita Sancti Benedicti**'
Anno Domini 653

বাংলা অনুবাদ যে লাতিন পাঠ্য থেকে করা হয়েছে তা ইন্টারনেটে না থাকায়, বিকল্প লাতিন পাঠ্যের এ লিংক ব্যবহার্য (যা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ
AsramSoftware - Donations
Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: February 10, 2018

Version 1.2 (April 22, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি

সাধু বেনেডিক্টের জীবনী

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

মানচিত্র

ভূমিকা

'জীবনীর' লেখক মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি

সাধু বেনেডিক্টের জীবনী

পরিশিষ্ট

আজকালে সাধু বেনেডিক্ট সঙ্ঘ

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

গণনা (গণনা পুস্তক)

১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)

২ শামু (শামুয়েল ২য় পুস্তক

১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)

২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

উপ (উপদেশক)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

দা (দানিয়েল)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

মানচিত্র

পুস্তকে উল্লিখিত প্রধান প্রধান স্থানসমূহ এই মানচিত্রে প্রদর্শিত।

ভূমিকা

‘জীবনীর’ লেখক মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি

পরীক্ষা ও দুর্বিপাকের সময়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীকে ও খ্রিষ্টভক্তদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যে সকল মানুষকে ঈশ্বর বিশেষ উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেন, তাঁদের মধ্যে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরিই (৫৪০-৬০৪) বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ঈশ্বরের মেষপালের প্রধান পালক হিসাবে তাঁর জন্য যে কাজ অপেক্ষা করছিল, সেই কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য তাঁর সামাজিক ও শিক্ষাগত অধিকার এবং তাঁর আধ্যাত্মিক গঠনই বিশেষভাবে তাঁকে প্রস্তুত করেছিল।

তাঁর জীবনের মোড় ফিরেছিল যখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। সেসময় তিনি ছিলেন রোমের প্রদেশপাল। সেই উচ্চ পদ থেকে অব্যাহতি চাইলেন সন্ন্যাসজীবন ধারণ করার জন্য। সিসিলিতে তাঁর যে জমিজমা ছিল, সেখানে ছ'টা মঠ স্থাপন করলেন, এবং রোম নগরীতে তাঁর যে প্রাসাদ ছিল, তাও তিনি সাধু আন্দ্রিয়ের নামে নিবেদন করে এক মঠে পরিণত করলেন। এরপর, তাঁর যা কিছু বাকি রইল, সেই সবকিছু গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিজেই সেই সাধু আন্দ্রিয় মঠে সাধারণ সন্ন্যাসী হিসাবে যোগদান করে সেখানে সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের অধীনে বাস করতে লাগলেন।

৫৭৮ সালে মহামান্য পোপ বেনেডিক্ট তাঁকে রোমের সাত পরিসেবকের একজন বলে অভিষিক্ত করেন, এবং পরবর্তী বছরে মহামান্য পোপ দ্বিতীয় পেলাজিউস তাঁর আপন প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে কনস্তান্তিনোপলিসের রাজ-দরবারে প্রেরণ করেন। কনস্তান্তিনোপলিসে তিনি ছয় বছর সেই গুরু দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তারপর, রোমে ফিরে এসে তিনি সাধু আন্দ্রিয় মঠের আব্বা পদে নিযুক্ত হন, এবং মহামান্য পোপ দ্বিতীয় পেলাজিউসের মৃত্যুতে রোমের প্রবীণবর্গ ও জনগণ একসুরে তাঁকে পোপ পদে উন্নীত করেন।

পোপ থাকাকালে (৫৯০-৬০৪) তিনি সুদক্ষভাবে মণ্ডলীর বাহ্যিক সমস্যা সমাধানের জন্য ও তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য খুবই ব্যস্ত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম পৌত্তলিক ইংলাণ্ডে খ্রিষ্টধর্ম স্থাপনের জন্য তাঁর আপন বেনেডিক্টপন্থী সন্ন্যাসীদের প্রেরণ করেন। উপাসনা-ক্ষেত্রে তিনিই প্রবর্তন করেন সঙ্গীত পরিবেশনার সেই রীতি যা গ্রেগরীয় গীত-রীতি নামে আজও সমগ্র

বিশ্বজগতে প্রচলিত, আবার তিনিই সেই সংক্ষিপ্ত ও একইসময় গভীর অর্থমণ্ডিত প্রার্থনার রচয়িতা যেগুলো আজকালেও আমরা রবিবাসরীয় উপাসনালগ্নে সমাবেশ, অর্ঘ্য ও কমুনিয়ন শেষে প্রার্থনা হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। প্রাকৃতিক ও যুদ্ধ-সংগ্রামজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সাহায্যদানের ব্যাপারেও তিনি এমন পারদর্শিতার পরিচয় দেন যা প্রযুক্তি-যুগের মানুষ এই আমাদের এখনও আশ্চর্যান্বিত করে।

কিন্তু এই বিশাল কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাথে সাথে, প্রাহরিক উপাসনার প্রতি ও দৈনিক পবিত্র বাইবেল-অধ্যয়নের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি যেমন নিজের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য যত্নশীল ছিলেন, তেমনি খ্রিষ্টভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশের জন্যও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন, কেননা বেনেডিক্টপন্থী সন্ন্যাসী হিসাবে নিজেই জানতেন যে, মজবুত আধ্যাত্মিকতাই মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের সাফল্যের ভিত্তি। আর তাঁর আপন লেখা 'সংলাপ' রচনাকালে (৫৯৩-৫৯৪) ঠিক সেই খ্রিষ্টভক্তদেরই কথা তিনি মনের সামনে অনুক্ষণ রাখছিলেন। কেননা যদিও একথা সত্য যে, তিনি 'সংলাপ' পুস্তকটি লিখেছিলেন বিশেষভাবে ইতালির সাধুসাধ্বীদের স্মৃতি সম্মানার্থে, তবু তাঁর এ উদ্দেশ্যও অনস্বীকার্য যে, তিনি খ্রিষ্টভক্তদের ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি করার জন্যই পুস্তকটি লিখেছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল, ইতালির খ্রিষ্টসমাজ এবিষয়ে সচেতন হবে যে, তারা এমন দেশে বাস করছিল যে দেশ হয়েছিল অসংখ্য সাধুসাধ্বীদেরই দেশ, এবং সেই সাধুসাধ্বীদের সাধিত আশ্চর্য কাজ ততই অগণন ছিল যতই অগণন হয়েছিল বহু বছর আগে সেই বিখ্যাত 'মরুভূমির পিতৃগণের' সময়। এ প্রধান উদ্দেশ্য দু'টোর পাশাপাশি স্মরণীয় আর একটি উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, ইতালির হতাশাভ্রষ্ট জনগণকে নবীন সাহস যুগিয়ে দেওয়া। হতাশার কারণ ছিল সেই সমস্ত যুদ্ধ যা ইতালিতে প্রাধান্য পাবার জন্য জুস্তিনিয়ানুস সম্রাট ও বর্বর জাতি সেই গোৎদের মধ্যে বেশ কয়েক দশক ধরে চলে আসছিল আর দেশটিকে মরুভূমিই যেন করে ফেলেছিল। ইতালির পক্ষে ছিল সেটি সত্যিই কঠিন পরীক্ষা ও দুর্বিপাকের সময়! ৫৬৮ সালে উত্তর ইউরোপ থেকে লোঙ্গবার্দ নামক বর্বর এক জাতি ইতালিতে প্রবেশ করে তার সমস্ত শহর ও গ্রাম আক্রমণ করে দখল করেছিল, এবং সেই সময় থেকে নিরুপায় জনগণকে সন্ত্রাসিত করে তাদের সবকিছুই লুটপাট করে আসছিল। তেমন সামাজিক অস্থিরতা ছাড়া দুর্ভিক্ষ মহামারী ও বন্যার মত প্রাকৃতিক নানা দুর্ঘটনাও দেশকে ও জনগণকে অন্ধকারময় ছায়ায় আচ্ছাদিত করছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, বহু লোক মনে করছিল, জগতের শেষ দিন অধিক সন্নিকট।

তেমন কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মহাপ্রাণ গ্রেগরির আশা ছিল, তাঁর লেখা 'সংলাপে' সঙ্কলিত বহু আশ্চর্য কাজের কথা পড়ার পর, যে আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছিল

তাদের নিজেদেরই মাঝে, জনগণ এই আশ্বাসপূর্ণ সত্য অনুভব করবে যে, ঈশ্বর এখনও তাঁর আপন জনগণকে অবশ্যই রক্ষা করে যাবেন।

আশ্চর্য কাজগুলো 'সংলাপের' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে বর্ণিত। আর এ তিন অংশের মধ্যে দ্বিতীয়টাই বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার বিষয়বস্তুর জন্য তথা সন্ন্যাসী সাধু বেনেডিক্টের জীবনীর জন্য যার বাঙলা অনুবাদ এই পুস্তকে উপস্থাপিত।

আশ্চর্য কাজের বর্ণনা ছাড়া, 'সংলাপের' শেষাংশে গ্রেগরি মানবাত্মার অমরতা সম্বন্ধেও সুন্দর সুন্দর প্রমাণ উপস্থাপন করেন যাতে পাঠক বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হতে হতে স্বর্গীয় সনাতন আনন্দের কথা ভেবে সাহসের সঙ্গে বর্তমান দুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও অগ্রসর হতে পারে।

পুস্তকটির শিরনাম অনুসারে তার বিষয়বস্তু সংলাপের মত উপস্থাপিত। অর্থাৎ কিনা, পুস্তকের বিষয়বস্তু এমন আলাপ-আলোচনা বলে উপস্থাপিত যে আলাপ-আলোচনা লেখক ও তাঁর পরিসেবক পিতরের মধ্যে ঘটে। প্রধান প্রধান বক্তব্য অবশ্যই লেখকের নিজেরই ওষ্ঠে, কিন্তু পিতরের উত্থাপিত জিজ্ঞাসা ও মন্তব্য, এমনকি তাঁর মনের সন্দেহের কথাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা সেগুলোকে ভিত্তি করে মহাপ্রাণ গ্রেগরি এমন সুযোগ সৃষ্টি করেন তাঁর নিজের বক্তব্য অধিক বোধগম্য করার জন্য এবং পাঠক ও শ্রোতা উভয়েরই কাছে গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদানের জন্য। পুস্তকের রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই এবিষয়ে একমত যে, পুস্তকে সঙ্কলিত বহু বহু আশ্চর্য কাজ বর্ণনায় তত নয়, বরং সেই গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ ও মন্তব্যগুলোতেই রয়েছে 'সংলাপের' চিরকালীন উপযোগিতা ও মহাপ্রাণ গ্রেগরির নিজের অনস্বীকার্য কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্য যার জন্য তিনি সকলের প্রশংসার পাত্র ও 'আদর্শ শিক্ষক' আখ্যার অধিকারী হলেন।

আজকালের সুধী পাঠক-পাঠিকা কিন্তু যেন মনে না করেন যে, গ্রেগরির পরিসেবক হওয়া সত্ত্বেও পিতর কেমন যেন কাল্পনিকই এক চরিত্র মাত্র যা লেখক নিজ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করেন। না! কেননা একটি পুস্তক হতে হতে 'সংলাপের' বিষয়বস্তু ছিল পোপ গ্রেগরির নিজের উপদেশ যা তিনি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায়, নির্দিষ্ট প্রাহরিক উপাসনার পর, পোপ-ভবনের বাসিন্দা সকলের কাছে প্রদান করতেন, এবং পিতরই ছিলেন শ্রোতা সকলের মুখপাত্র: পিতরের কথায় সকলেরই কথা ধ্বনিত, পিতরের শুনবার গভীর আগ্রহে সকলেরই শুনবার গভীর আগ্রহ প্রকাশিত, কেননা পোপ-ভবনের সকলেই সকাল থেকেই চেয়ে থাকত সেই সন্ধ্যার জন্য যখন তাদের পিতা গ্রেগরি তাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে উপদেশ উপস্থাপন করবেন।

'সংলাপ' পুস্তকটি পঁচিশশ' বছর ধরে অসংখ্য খ্রিষ্টভক্তদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের আশা, আজকালের সুধী পাঠক-পাঠিকাও পুস্তিকায় বর্ণিত আশ্চর্য কাজগুলো

ছাড়া মহাপ্রাণ গ্রেগরির উপদেশ ও মন্তব্যগুলোর প্রতিই বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়ে সেগুলোর গভীর আধ্যাত্মিকতা আপন করে নিয়ে উপকৃত হবেন।

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির
‘সংলাপ’ এর দ্বিতীয় পুস্তক থেকে উদ্ধৃত
সাধু বেনেডিক্টের জীবনী

যিনি লাতিন মণ্ডলীর সকল সন্ন্যাসীদের
আদিপিতা ও রক্ষাকর্তা।

ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন

পুণ্য জীবনের এমন এক মানুষ ছিলেন যাঁর নাম ধন্য বেনেডিক্ট [ক]; তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহেও ধন্য ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকে প্রবীণেরই যোগ্য মনের অধিকারী ছিলেন। বাস্তবিকই তিনি নিজের আত্মাকে যত কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখতেন এমন মনোবল দ্বারা যা তাঁর বয়সের ঊর্ধ্বে; এবং এপৃথিবীতে থাকাকালেও সংসারের ঐশ্বর্য অবাধে ভোগ করতে পারলেও তিনি দম্ভপূর্ণ সেই সংসারকে নীরস বস্তুই যেন তুচ্ছ করলেন।

তিনি নুর্সিয়ায় [খ] একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে রোমে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন তাঁর সহপাঠী ছাত্রদের অনেকে চিন্তাটুকু না করেই পাপকর্মে নিমজ্জিত হচ্ছিল, তখন সেই জগতের প্রবেশদ্বার থেকে নিজের পা ফেরালেন সেই যে জগতে তিনি সবেমাত্র পা বাড়িয়েছিলেন। কেননা ভয় করছিলেন, জগতের কোন শিক্ষা গ্রহণ করলে তবে নিজ দেহ ও আত্মা সহ তিনি নিজেও সেই ভয়ঙ্কর গহ্বরে নিমজ্জিত হবেন। ফলে জাগতিক পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এবং পিতৃগৃহ ও পৈতৃক সম্পদ বিসর্জন দিয়ে কেবল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবার বাসনায়ই তিনি সন্ন্যাসজীবন অন্বেষণ করলেন। তাই পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে নিজেকে অজ্ঞ ক’রে কিন্তু প্রজ্ঞায়ই দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন।

যদিও তাঁর সকল আশ্চর্য কাজের কথা জানতে আমি পারলাম না, তবু যা কিছু বর্ণনা করতে যাচ্ছি, তা জানতে পেরেছিলাম তাঁর নিজের চারজন শিষ্যের কাছ থেকে তথা, সম্মাননীয় কনস্তান্তিনুস যিনি তাঁর পরবর্তী আব্বা হয়েছিলেন; বালেন্তিনিয়ানুস যিনি বহু বছর ধরে লাতেরানুস মঠের (গ) অধ্যক্ষ ছিলেন; সিম্প্লিতিউস যিনি আব্বা পদে তাঁর দ্বিতীয় উত্তরসূরী ছিলেন; এবং হনোরাতুস যিনি এখনও সেই মঠের আব্বা, যে মঠে ঈশ্বরের মানুষ প্রথম জীবন কাটিয়েছিলেন (ঘ)।

১ ভগ্ন পাত্রের অলৌকিক সংস্কার

যখন বেনেডিক্ট নির্জন জীবনে প্রবেশ করার জন্য পড়াশুনা ত্যাগ করেন, তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর সেই দাসী যে তাঁকে খুবই ভালবাসত। তাঁরা আফিলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় কয়েকজন ভক্তপ্রাণ মানুষ তাঁদের সেখানে থাকার জন্য অনুরোধ জানাল এবং সাধু পিতরের গির্জায় (ক) তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করল।

একদিন সেই দাসী গম বাছাই করার জন্য প্রতিবেশীর কাছ থেকে পাতলা একটি কাঠের পাত্র ধার করে নিয়ে সেটিকে টেবিলের শেষ প্রান্তে রেখে গেছিল, আর যখন ফিরে এসে দেখল পাত্রটি পড়ে দু' টুকরো হয়ে গেছে, তখন নিরুপায় দাসী কান্নায় ভেঙে পড়ল; কারণ যা কিছুক্ষণ আগে ধার করে এনেছিল এখন তা একেবারে নষ্ট। যিনি বাল্যকাল থেকেই সর্বদা ভক্তপ্রাণ ও চিন্তাশীল ছিলেন, তিনি দাসীকে কাঁদতে দেখে তার জন্য মনে কষ্ট পেলেন। আস্তে আস্তে ভাঙা টুকরো দু'টো হাতে তুলে নিলেন, এবং জানুপাত করে একাগ্র মনে, এমনকি চোখের জল ফেলে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষ করতে না করতেই তিনি লক্ষ করলেন যে, টুকরো দু'টো এমনভাবে আবার একসঙ্গে জোড়া লেগে গেছে যে, পাত্রটি যে ভেঙে গেছিল তা বুঝবার মত কোন চিহ্নই ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গিয়ে তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁর দাসীর দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে পাত্রটি অক্ষত অবস্থায় তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

এ আশ্চর্য ঘটনার সংবাদ আফিলের পার্শ্ববর্তী গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এমন মহাবিস্ময় সৃষ্টি করল যে তারা সেই পাত্রটি তাদের

গির্জার প্রবেশদ্বারে ঝুলিয়ে রেখেছিল যেন সেকালের ও ভাবীকালের সকল মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে বেনেডিক্ট কেমন পরিপক্কতা অর্জন করেছিলেন তাঁর সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভে। পাত্রটি বহু বছর ধরে সকলের দৃষ্টিগোচরে সেখানে থাকল, এমনকি এখনও, এই লোঙ্গবার্দ শাসনকালেও (খ), সেই গির্জার দরজার উপরে তা ঝুলানো রয়েছে।

কিন্তু যেহেতু বেনেডিক্ট সংসারের প্রশংসার পাত্র হওয়ার চেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তার নিপীড়ন সহ্য করতেই বেশি আকাঙ্ক্ষা করতেন, এবং মানুষের দ্বারা কীর্তিত হওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেই বেশি কামনা করতেন, সেইজন্য গোপনে তাঁর দাসীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি সুবিয়াকো নামক জনশূন্য এক স্থানে চলে গেলেন যা রোম থেকে মোটামুটি ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যে শীতল ও স্বচ্ছ জলধারা বয়ে চলে তা সেই স্থানে বিস্তৃত হয়ে এক হ্রদে পরিণত হয়ে তার নিজের গতিতে অবিরত প্রবাহিত হয় (গ)। সেদিকে যাওয়ার সময় রোমানুস নামক একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেনেডিক্টের দেখা হয় যিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন। যুবকটির সঙ্কল্প জানতে পেরে তিনি তা গোপন রাখলেন, এমনকি তাঁকে সন্ন্যাস পোশাক পরানোতে ও সাধ্যমত তাঁর প্রয়োজনীয় সবকিছু যুগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর সেই সঙ্কল্প পূরণের জন্য তাঁকে সাহায্য করলেন।

সুবিয়াকোতে ঈশ্বরের মানুষ একটি সঙ্কীর্ণ গুহাকে নিজের বাসস্থানরূপে বেছে নিলেন, এবং সেই সন্ন্যাসী রোমানুসের কাছে ছাড়া (যিনি আব্বা দেওদাতুসের শাসনের অধীনে

নিকটবর্তী এক মঠে বাস করতেন) অন্য সকলের কাছে অপরিচিত হয়ে থেকে সেখানে গুপ্ত অবস্থায় তিন বছর কাটালেন। এই সন্ন্যাসী প্রত্যেক দিন পিতাসুলভ স্নেহে রীতিমত নিজের রুটির অংশ থেকে যতটুকু পারতেন জমিয়ে রাখতেন; তারপর সময় সময় আশ্রমের আব্বার চোখের আড়ালে যতসময় বেনেডিক্টকে সে রুটির টুকরোগুলো দিতে লাগত তত সময় তিনি আশ্রমের বাইরে থাকতেন। আশ্রম থেকে বেনেডিক্টের গুহায় পৌঁছবার জন্য সচরাচর কোন পথ ছিল না কারণ গুহার উপর ঝুঁকে পড়া পর্বতের একটি খাড়া দিক ছিল। তাই রোমানুস বেনেডিক্টের কাছে রুটিগুলো দেওয়ার জন্য একটি লম্বা দড়ির মাথায় সেগুলো বেঁধে পর্বতের সেই খাড়া দিকের উপর দিয়ে নামিয়ে দিতেন। দড়ির সঙ্গে ছোট্ট একটি ঘণ্টা বাঁধা থাকত যাতে করে ঈশ্বরের মানুষ বুঝতে পারেন রুটি এসে গেছে, এবং তিনি বেরিয়ে এসে রুটি সংগ্রহ করতেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বেনেডিক্টকে খাদ্য যুগিয়ে দিয়ে যে করুণা প্রকাশ করছেন, মানবজাতির প্রাচীন শত্রু শয়তান এতে ঈর্ষান্বিত হল এবং একদিন যখন রুটি উপর থেকে নিচের দিকে আসছিল তখন সে একটি পাথর ছুড়ে মেরে ঘণ্টাটি ভেঙে ফেলল। তা সত্ত্বেও রোমানুস বিশ্বস্ত সেবা করে চললেন।

অবশেষে এমন সময় এল যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন পরিশ্রান্ত রোমানুসকে বিশ্রাম দেবেন এবং বেনেডিক্টের আদর্শময় জীবনকে সকল মানুষের কাছে প্রকাশ করবেন, কেননা জ্বলন্ত প্রদীপের মত তাঁর আদর্শ দীপাধারের উপরেই রাখা হবে তা যেন ঈশ্বরের গৃহে সকলকে আলো দেয় (ঘ)। অতএব কিছু দূরে অবস্থিত একজন পুরোহিতের কাছে প্রভু নিজ প্রসন্নতায় দর্শনযোগে দেখা দিলেন যিনি সবেমাত্র নিজের পাস্কাপর্বের ভোজ প্রস্তুত করেছিলেন। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কেমন করে নিজের জন্য এত আকর্ষণীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে পার যখন আমার দাস সেই নির্জন জায়গায় ক্ষুধায় ভুগছে?’

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পুরোহিত খাদ্য গুছিয়ে নিয়ে সেই দিনেই ঈশ্বরের মানুষকে খুঁজতে বের হলেন। তিনি যত দুর্গম পাহাড়পর্বত, উপত্যকা ও গুহাগুলোয় তাঁকে খুঁজতে থাকলেন, অবশেষে তাঁকে একটি গুহার মধ্যে লুকানো অবস্থায় পেলেন। তাঁরা একসঙ্গে ধন্যবাদস্তুতি বলার পর অধ্যাত্ম জীবনের বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে

পুরোহিত খাদ্য খাবার কথা উত্থাপন করলেন, কেননা—তিনি বললেন—‘আজ পাস্কা মহাপর্ব।’

ঈশ্বরের মানুষ উত্তরে বললেন, ‘আপনি যখন আমার সঙ্গে শুভ সাক্ষাৎ করছেন তখন অবশ্যই আজকের দিন একটি মহাপর্ব।’ কেননা দীর্ঘকাল মানুষ থেকে দূরে থাকায় তিনি বুঝতে পারেননি যে দিনটি ছিল পাস্কা রবিবার। পুরোহিত জোর দিয়ে আবার বললেন, ‘আজ সত্যিই পাস্কাপর্বের দিন, আমাদের প্রভুর পুনরুত্থানের দিন। তেমন মহাদিনে আপনার উপোস রাখাটা উচিত নয়। তাছাড়া, আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারা এখানে প্রেরিত হয়েছি যাতে আমরা দু’জনে মিলে তাঁর উপহারের সহভাগিতা করতে পারি।’

এরপর তাঁরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে খেতে শুরু করলেন। খাওয়া শেষে তাঁরা আর কিছু সময়ের মত আলাপ-আলোচনা করলেন, তারপর পুরোহিত তাঁর নিজের গির্জায় ফিরে গেলেন (ঙ)।

মোটামুটি একই সময়ে কয়েকজন রাখাল সেই গুহা খুঁজে বের করল যেখানে সাধুজী লুকানো অবস্থায় থাকতেন। যখন তারা সর্বপ্রথম ঝোপের ভিতর দিয়ে তাকাল ও তাঁকে শক্ত চামড়ার কাপড়-পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেল, তখন তারা তাঁকে কোন একটা বন্যজন্তু মনে করল। যাই হোক, শীঘ্রই তারা তাঁকে ঈশ্বরের দাস বলে চিনতে পারল, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র জীবনের জন্য পাপের পথ ছেড়ে দিল। ফলে সেখানকার সকলের কাছে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল, এবং অনেকে তাঁর গুহায় গিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য দিত এবং বিনিময়ে তাঁর মুখ থেকে নিজেদের আত্মার জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণ করত।

২ দৈহিক প্রলোভনের উপরে জয়লাভ

একদিন, যখন সাধুজী একা ছিলেন, তখন সেই প্রলুব্ধকারী একটা ছোট কালো পাখির রূপ ধারণ করে সেখানে এল এবং তাঁর মুখের সামনে উড়তে লাগল। পাখিটা এতই কাছাকাছি উড়ছিল যে তিনি হাত দিয়ে সহজেই তা ধরতে পারতেন। তিনি বরং

ক্রুশচিহ্ন করলেন আর পাখি উড়ে চলে গেল। যে মুহূর্তে পাখিটা চলে গেল, তখনই তিনি অসাধারণ তীব্র প্রলোভনের সম্মুখীন হলেন। সেই অশুভ আত্মা তাঁকে একটি নারীর কথা স্মরণ করিয়ে দিল যাকে তিনি একসময় দেখেছিলেন, এবং তিনি সচেতন হবার আগেই সেই খারাপ অনুভূতির স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সংগ্রামে প্রায় পরাজিত হয়ে তিনি সেই জনশূন্য স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন, এমন সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাহায্যে চেতনা ফিরে পেলেন। আর তখনই তিনি তাঁর কাছাকাছি ঘন শেয়ালকাঁটার একটা ঝোপ লক্ষ করলেন। নিজ পোশাক ফেলে দিয়ে তিনি সেই তীক্ষ্ণ কাঁটার ঝোপে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং সেই কাঁটাঝোপের উপরে গড়াগড়ি দিলেন যতক্ষণ না তাঁর সারা দেহ যন্ত্রণায় পূর্ণ হয়ে রক্তাক্ত হল। কিন্তু শুধু কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে দৈহিক কামনার উপর জয়ী হবার পর তাঁর রক্তমাখা দেহের ক্ষতের মধ্য দিয়ে প্রলোভনের বিষ তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে গেল, আর কিছু সময় পর যে ব্যথা তাঁর গোটা দেহকে আগুনেই যেন পোড়াচ্ছিল সেই ব্যথা তাঁর হৃদয়ের কামনার আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল। এই দু'টো আগুনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তিনি পাপের উপর জয় লাভ করলেন। তাঁর জয়লাভ এতই পরিপূর্ণ হয়েছিল যে, তিনি যেমন পরবর্তীকালে নিজ শিষ্যদের বলেছিলেন, এধরনের কোন প্রলোভনের অভিজ্ঞতা আর কখনও করেননি।

কিছুদিনের মধ্যে অনেকে তাঁর পরিচালনায় অনুগত হয়ে সংসার ত্যাগ করল, কেননা এই সকল প্রকার প্রলোভন থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি এবার প্রস্তুত হলেন অন্যান্যদের পুণ্যকর্ম অনুশীলনের পরামর্শ দিতে। এজন্যই মোশি লেবীয়দের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন পঁচিশ বছর বা তারও ঊর্ধ্বে তাদের সেবাকর্ম শুরু করে এবং শুধু পঞ্চাশ বছর বয়সেই পবিত্র পাত্রগুলো রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে [ক]।

পিতর

বাইবেলের যে পরিচ্ছেদ আপনি উল্লেখ করলেন, তার অর্থ এখন আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্টতর হয়ে গেছে। তবু আশা করি আপনি কথাটা আরও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

গ্রেগরি

পিতর, এ সকলেরই জানা কথা যে, দৈহিক কামনা-বাসনা যুববয়সে অধিক তীব্র, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পরে সেই কামনা-বাসনা হ্রাস পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, সেই পবিত্র পাত্রগুলো হল ভক্তদের আত্মা। সুতরাং ঈশ্বরের মনোনীত সেবকেরা বাধ্য হবে, সেবা করবে এবং যতদিন তারা প্রলোভনের অধীন থাকবে ততদিন ধরে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিশ্রান্ত রাখবে। যখন তাদের পূর্ণ পরিপক্বতা সমস্ত কুচিন্তার চাঞ্চল্য থেকে তাদের মুক্ত করে, তখনই তাদের উপর সেই পবিত্র পাত্রগুলোর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, কেননা তেমন সময়ই তারা আত্মাদের পরিচালক হয়ে ওঠে।

পিতর

পরিচ্ছেদটির উপর আপনার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা আমি খুবই পছন্দ করি। এর মানে যে কী আপনি তা বর্ণনা করার পর, আমি আশা করি আপনি সাধুজীর জীবনীর বর্ণনা চালিয়ে যাবেন।

৩ ক্রুশচিহ্ন দ্বারা ভেঙে যাওয়া পানপাত্র

গ্রেগরি

এই প্রলোভন চলে গেলে ঈশ্বরের মানুষের আত্মা কাঁটামুক্ত মাঠের মত হল এবং খুব শীঘ্রই পরাক্রান্ত গুণাবলির প্রচুর ফসল দেখাতে লাগল। তাঁর পুণ্য জীবনের কথা ছড়িয়ে পড়তে পড়তে তাঁর নামের খ্যাতিও বৃদ্ধি পেতে লাগল। একদিন কাছের একটি সন্ন্যাস-আশ্রম (ক) থেকে গোটা সঙ্ঘ তাঁকে দেখতে এসেছিল। তাদের আব্বা সবেমাত্র মারা গেছিলেন বলে তারা চাচ্ছিল ঈশ্বরের এই মানুষ তাদের নতুন অধ্যক্ষ হবেন। কিছু সময়ের মত তিনি চেষ্টা করলেন অনুরোধটা ফিরিয়ে দিয়ে তাদের নিরুৎসাহিত করার জন্য; এবিষয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলছিলেন যে, তাঁর জীবন-পথের সঙ্গে তাদের

জীবন-পথের কখনোই মিল হবে না। কিন্তু তারা জেদ করেই থাকল যতসময় না তিনি সম্মতি জানালেন।

সেই মঠে তিনি তাঁর সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় মনোভাবের উপর সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রাখতেন, এবং তাদের আগেকার কোন অবাধ্যতা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। সন্ন্যাসজীবনের নিয়ম-কানুনের পথ থেকে কারোই ডানে বা বামে ফেরার অনুমতি ছিল না। কিন্তু অবশেষে তাদের বিশৃঙ্খল আচার-ব্যবহার তাঁর আদর্শ আচরণের সঙ্গে আর মিলল না, এবং অসন্তোষ প্রকাশ করে তারা তাঁকে আব্বা হিসাবে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে নিজেদের ভুল স্বীকার করল। আর তিনি যতখানি তাদের প্রতিটি দোষ ও কু-অভ্যাস ছেঁটে দিতেন, তারা ততখানি মনে মনে রাগ করত। তারা বুঝতে পারত না কেনইবা তাদের বহুদিনের মন-মানসিকতাকে জোর করে নতুন ধরনের চিন্তায় পরিণত করতে হবে।

অবশেষে, আর একবার একথা প্রমাণ ক'রে যে ধার্মিকের জীবনটাই পাপীর কাছে একটা বোঝাস্বরূপ (খ), তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য একটা উপায় খুঁজতে লাগল এবং তাঁর আঙুররসে বিষ মেশানোর সিদ্ধান্ত নিল। যে কাচের পানপাত্রের মধ্যে বিষ-মেশানো আঙুররস ছিল, তা খাওয়া-দাওয়ার সময়ে ঈশ্বরের মানুষের সামনে আনা হল যথারীতি আশীর্বাদের জন্য। যখন তিনি হাত বাড়িয়ে সেই পানপাত্রের উপর ক্রুশের চিহ্ন করলেন, তখনই পানপাত্রটি ভেঙে গেল, যদিও পানপাত্রটি তাঁর নাগালের বেশ বাইরে ছিল। পানপাত্রটি তাঁর ক্রুশ-চিহ্নে এমনভাবে ভেঙে গেল ঠিক যেন তিনি পানপাত্রের উপর একটা পাথর ছুড়ে মারলেন।

তখন তিনি বুঝতে পারলেন পানপাত্রটিতে মৃত্যুজনক এক পানীয় ছিল যা জীবনের চিহ্নকে সহ্য করতে পারেনি। শান্ত ও অবিচলিত মনে তিনি সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্ঘের সকলকে একত্রে জড় করে তাদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাদের সকলকে দয়া করুন। এব্যাপারে তোমরা ষড়যন্ত্র করলে কেন? প্রথমেই আমি কি তোমাদের বলেছিলাম না যে, আমার জীবন-পথ কখনোই তোমাদের জীবন-পথের সঙ্গে মিলবে না? যাও এবং তোমাদের খুশিমত অধ্যক্ষ খুঁজে বের কর। এখানে এক মুহূর্তের জন্য থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব।' তাই বলে তিনি

তাঁর সেই প্রিয় নির্জন জায়গায় ফিরে গেলেন এবং একাকী হয়ে স্বর্গীয় দ্রষ্টার চোখে নিজের সঙ্গে বাস করে চললেন।

পিতর

আমি তত নিশ্চিত নই যে 'নিজের সঙ্গে বাস করা' বলতে যে আপনি কী বোঝাতে চান তা আমি বুঝতে পেরেছি।

গ্রেগরি

সন্ন্যাসজীবন সম্পর্কে ওই সন্ন্যাসীদের যে ধারণা তা তাঁর ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং এজন্য তারা সকলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। কিন্তু যদি তিনি তাদের জোর করতেন তাঁর নিয়মের অধীনে থাকার জন্য, তিনি হয়তো নিজের ভক্তি ও মনের শান্তি থেকে বঞ্চিত হতেন, এমনকি হয়তো ঐশদর্শনের আলো থেকেও নিজের দৃষ্টি ফেরাতেন। তাদের অবিরত ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়ে তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনের দিকে আর তাকাতেন না, ফলে তিনি সম্ভবত নিজেকে হারাতেন তাদের না খুঁজে পেয়ে। কেননা যখন দুশ্চিন্তা অযথাই আমাদের নিজেদের বাইরে নিয়ে যায়, তখন আমরা আমাদের নিজেদের সঙ্গে আর নই যদিও আমরা যা তা হয়ে থাকি। আমরা অন্যান্য বিষয় নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত যে আমাদের নিজেদের দিকে আর আদৌ মনোযোগ দিই না ।

তবে সেই যে যুবক দূরের দেশে চলে গিয়ে সেখানে তার পিতৃসম্পত্তি অপব্যয় করেছিল এবং অন্য একজনের খামারে শূকরকে খেতে দেওয়ার দায়িত্বে নিজেকে মজুর হিসাবে নিযুক্ত করেছিল, তাদের পালন করত এবং তার ক্ষুধা পেলে শূকরদের খেতে দেওয়া শুঁটি খেয়ে নিজের পেট ভরাত, আমরা তার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অবশ্যই একথা বলতে পারি না যে, সে 'নিজের সঙ্গে' বাস করত। আমরা কি শাস্ত্রে একথা পড়ি না যে, সে যা যা হারিয়েছিল সেই কথা ভাবতে ভাবতে 'নিজের কাছে এল' [অর্থাৎ তার চেতনা হল] এবং বলল, 'আমার পিতার ঘরে কত মজুর আছে যারা যতটুকু রুটি খেতে

পারে তার চেয়েও বেশি পায়?’[গ] সে যদি ইতিমধ্যে নিজের সঙ্গে থাকত তাহলে কেমন করে নিজের কাছে আসতে পারত?

অপর দিকে পূজনীয় সাধুজীর বেলায় একথা বলা যেতে পারে যে, তিনি নিজের সঙ্গে বাস করলেন, কারণ সর্বদাই নিজের জীবন ও ক্রিয়াকর্মের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। নিয়তই নিজের আত্মাকে নিরীক্ষণ করতে করতে তিনি সর্বদাই তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাতে নিজেকে দেখতেন। ঠিক এই সাধনা তাঁর মনকে বাইরের জগতের দিকে যাওয়া থেকে রক্ষা করত।

পিতর

কিন্তু প্রেরিতদূত পিতর যখন এক স্বর্গদূত দ্বারা কারাগার থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, এবিষয়ে কি বলা যেতে পারে? শাস্ত্র অনুসারে, তিনিও ‘নিজের কাছে এসেছিলেন’ [অর্থাৎ তাঁর চেতনা হয়েছিল]। তিনি নাকি বলেছিলেন, ‘এখন আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু নিজের দূত পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে ও ইহুদী জাতির সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।’[ঘ]

গ্রেগরি

পিতর, দু’টো পথ আছে, যে পথ দ্বারা আমরা নিজেদের বাইরে চালিত হতে পারি। হয় আমরা কুচিন্তা-পাপ দ্বারা নিজেদের নিচের দিকে নিজেদের নিমজ্জিত করি অথবা আমরা নিজেদের ঊর্ধ্বের দিকে নিজেদের তুলি ঈশ্বরের বিষয়ে ধ্যান করার অনুগ্রহে। সেই অপব্যয় পুত্র যে শূকরকে খেতে দিত, তার উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপময় জীবনাচরণের কারণে নিজের নিচের দিকে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিল। প্রেরিতদূত পিতরও নিজের বাইরে [অর্থাৎ অসচেতন] ছিলেন যখন স্বর্গদূত তাঁকে মুক্ত করেছিলেন ও ঐশধ্যানমগ্ন অবস্থায় উন্নীত করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের ঊর্ধ্বেই ছিলেন। ‘নিজের কাছে’ আবার ফিরে আসায় সেই অপব্যয় পুত্রের পক্ষে নিজের প্রকৃত ও শ্রেয় পরিচয় খুঁজে পাওয়ার আগেই অতীতের পাপময় জীবন থেকে নিজেকে ছিন্ন করা দরকার হল,

অপর দিকে প্রেরিতদূত পিতর শুধুমাত্র তাঁর সেই ঐশধ্যানমগ্নতা থেকে তাঁর স্বাভাবিক মনের অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন ।

সুতরাং, পূজনীয় বেনেডিক্ট নিজের চিন্তা-ভাবনা শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাখায় সেই নির্জন অবস্থায় প্রকৃতভাবেই 'নিজের সঙ্গে' বাস করলেন; তার মানে যে, যতবার তিনি ভক্তিপূর্ণ ঐশধ্যানমগ্নতার ফলে স্বর্গের দিকে আকর্ষিত ছিলেন, ততবার তিনি অবশ্যই নিজের আত্মাকে নিচেই রাখতেন।

পিতর

আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আপনার ব্যাখ্যার জন্য। তবু আপনি কি মনে করেন সঙ্ঘটা ত্যাগ করা তাঁর সঠিক ছিল, যখন একসময় সেটাকে তিনি নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন?

গ্রেগরি

পিতর, আমার মতে একজন অধ্যক্ষের পক্ষে মন্দ সদস্যদের একটা সঙ্ঘকে সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করা উচিত যতসময় সেখানে কিছু ভক্তপ্রাণ সদস্য থাকে যারা তাঁর উপস্থিতিতে কিছু উপকার পেতে পারে। যখন সদস্যদের মধ্যে একজনও যথেষ্ট ভক্তপ্রাণ নয় যাতে আশা রাখা যেতে পারে সে ভাল ফল দেখাবে, তখন তেমন সঙ্ঘকে সাহায্য করার সকল চেষ্টা গুরুতর ভুল বলে প্রমাণিত হবে, বিশেষভাবে যদি কাছাকাছি কোন সুযোগ থাকে যেখানে ঈশ্বরের জন্য সফলভাবে কাজ করা যায়। যখন সাধুজী দেখলেন, তারা সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখন তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে কি একজনও ছিল যাকে তিনি থেকে গিয়ে রক্ষা করার আশা করতে পারতেন?

এব্যাপারে আমরা সাধুসাধ্বীদের আদর্শ লক্ষ না করে পারি না। যখন তাঁরা লক্ষ করেন তাঁদের কাজ একটি জায়গায় কোন ফল দিচ্ছে না, তখন অন্য জায়গায় সরে যান যেখানে তা কোন ভাল ফল দিতে পারে। একথা ধন্য প্রেরিতদূত পলের কাজের অর্থ ব্যাখ্যা করে। যেখানে তিনি নির্যাতিত হচ্ছিলেন, সেই দামাস্ক থেকে পালিয়ে যাবার

উদ্দেশ্যে তিনি একটা ঝুড়ি ও একটা দড়ি ব্যবস্থা করে এমনটি করলেন যাতে তাঁকে নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে গোপনে নামানো হয় (ঙ)। অথচ সুসমাচারের এই অপরূপ প্রচারক বিদায় নিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকবার বাসনা করতেন, যেহেতু তাঁর কাছে জীবন ছিল খ্রিষ্ট এবং মৃত্যু এমন পুরস্কার যা জয় করা দরকার (চ)। আর যদিও নিজে নির্যাতন-পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য উৎসাহী ছিলেন, তথাপি পাশাপাশি অন্যান্যদের প্রেরণা দিতেন সবকিছু সহ্য করতে (ছ)। আমরা কি বলতে পারি যে, পল মৃত্যুকে ভয় করতেন যখন তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, তিনি খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে মৃত্যুবরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করতেন? কখনও না। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন তাঁর কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও দামাস্কে তাঁর কর্মফল কতই না নগণ্য, তখন অন্যত্র অধিক ফলপ্রদ পরিশ্রমের জন্য তিনি নিজেকে বাঁচালেন। হ্যাঁ, ঈশ্বরের নির্ভীক যোদ্ধা নগরপ্রাচীরের মধ্যে নিজেকে আটকিয়ে রাখতে অস্বীকার করলেন এবং খোলা রণক্ষেত্রের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন।

আর এখন, পিতর, তুমি যদি অনবরত শুনতে কিছু মনে না কর, তবে শীঘ্রই আবিষ্কার করবে যে, পূজনীয় বেনেডিক্ট যে অবাধ্য সন্ন্যাসীদের ত্যাগ করলেন তা আসল কথা নয়, তিনি বরং অন্যত্র গিয়ে অনেকের আত্মাকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন যা আধ্যাত্মিকভাবে মরে গেছিল।

পিতর

আপনি যে সহজ-সুন্দর প্রমাণ দিয়েছেন, তা থেকে এবং পবিত্র শাস্ত্রের সেই আকর্ষণীয় উদাহরণ থেকে আমি নিশ্চিত যে আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক। তবে এখন আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক সেই মহান মঠাধ্যক্ষের জীবনীর বর্ণনায় ফিরে যাবেন?

গ্রেগরি

সাধুজীর পরাক্রান্ত গুণাবলি ও চিহ্নকর্মের বৃদ্ধির ফলে বহু লোক ঈশ্বরের সেবার জন্য তাঁর কাছে, সেই নির্জন স্থানে, সমবেত হতে লাগল। তাই তিনি সর্বশক্তিমান প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সহায়তায় সেখানে বারোটা মঠ নির্মাণ করলেন ও পিতৃগণের প্রথা অনুসারে

এক একটি মঠে বারোজন সন্ন্যাসী নিযুক্ত করলেন। তিনি কেবল কয়েক জনকেই কাছে রাখলেন, যাঁদের তিনি নিজেই উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন বলে মনে করলেন। তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আপন পুত্রসন্তানদের উৎসর্গ করার জন্য রোম নগরী থেকেও বহু অভিজাত বংশীয় লোক ও সন্ন্যাসীও তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। এই পুণ্য সঙ্কল্প নিয়ে একুইতিউস (জ) আপন ছেলে মাউরুসকে ও সম্ভ্রান্ত বংশের তের্তুল্লুস আপন ছেলে প্লাচিদুসকে তাঁরই হাতে সঁপে দিলেন। যুবক মাউরুস সদ্ব্যবহারে উত্তম হওয়ায় গুরুর সহকারী পদে নিযুক্ত হলেন; প্লাচিদুস তখনও বালক ছিলেন।

৪ অন্যমনস্ক সন্ন্যাসীকে সুস্থতাদান

সেই জায়গায় সাধুজী যে যে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলোর একটায় একজন সন্ন্যাসী বাস করত যে নীরব প্রার্থনার জন্য সঙ্ঘের বাকি সকলের সঙ্গে কখনও থাকত না, বরং তাঁরা প্রার্থনার জন্য হাঁটুপাত করা মাত্রই সে সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনালয় ত্যাগ করত এবং যা কিছু তার মনোযোগ আকর্ষণ করত তা নিয়ে উদ্দেশবিহীনভাবে সময় ব্যয় করত। তার আব্বা বারে বারে তাকে সংশোধন করার পর অবশেষে তাকে ঈশ্বরের মানুষের কাছে পাঠালেন। এবার সেই সন্ন্যাসী তার নির্বুদ্ধিতার জন্য কঠোর ভর্ৎসনা পেল এবং তার ফিরে আসার পরে এক বা দু' দিনের জন্য দৃঢ় মনে সেই সংশোধন পালন করে চলল, কিন্তু তৃতীয় দিন সে আবার তার সেই পুরাতন অভ্যাস অর্থাৎ প্রার্থনাকালে অন্যমনস্ক হওয়া শুরু করল। সেই মঠের আব্বার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরে ঈশ্বরের মানুষ বলে পাঠালেন তিনি নিজে আসবেন ও নিজেই দেখবেন যাতে সেই সন্ন্যাসী তার আচরণ সংশোধন করে।

মঠে আসামাত্র ঈশ্বরের মানুষ সঙ্ঘের সঙ্গে নির্ধারিত প্রহরে প্রার্থনালয়ে যোগ দিলেন। সামসঙ্গীত গান করা শেষ করার পরে যখন তাঁরা নীরব প্রার্থনা শুরু করছিলেন তখন তিনি লক্ষ করলেন যে সেই অস্থির সন্ন্যাসীকে বাইরের দিকে আকর্ষণ করা হচ্ছিল এমন একটা ছোট কালো ছেলে দ্বারা যে তার পোশাকের প্রান্ত ধরে টানছিল। তিনি ফিসফিস করে আব্বা পম্পেইয়ানুস ও মাউরুসকে বললেন, 'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ

সেই সন্ন্যাসীকে কে প্রার্থনালয় থেকে বাইরের দিকে টানছে?' উত্তরে তাঁরা বললেন, 'না, আমরা পারি না।' তিনি তখন বললেন, 'এসো, প্রার্থনা করি, যেন তোমরাও দেখতে পার তাঁর কী ঘটছে।'

তাঁরা দু' দিনের জন্য প্রার্থনা করলেন, তারপর যা ঘটছিল তা মাউরুসও দেখতে পেলেন, কিন্তু আব্বা পম্পেইয়ানুস তখনও পারছিলেন না। পরদিন, প্রার্থনা শেষ হলেই ঈশ্বরের মানুষ দেখলেন সেই অপরাধী বাইরে অলসভাবে সময় নষ্ট করছে; আর সেই সন্ন্যাসী অন্তরে জেদি ছিল বিধায় তিনি তাকে লাঠি দিয়ে মারলেন। তখন থেকে সেই সন্ন্যাসী পুনরায় প্রলুব্ধকারী দ্বারা বিরক্ত না হয়ে প্রার্থনাকালে অন্যান্যদের মত স্থির থাকলেন। এমনটি হল কেমন যেন সেই আদিম শত্রু নিজেই আঘাতগ্রস্ত হয়েছিল এবং সেই সন্ন্যাসীর চিন্তা-ভাবনার উপর আবার প্রভুত্ব চালাতে ভীত হয়েছিল।

৫ প্রার্থনার ফলে শৈল থেকে জল নির্গমন

সাধুজী যে মঠগুলো কাছাকাছি নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে তিনটি অনুর্বর পর্বতচূড়ায় অবস্থিত ছিল। সেখানে বসবাসরত সন্ন্যাসীদের পক্ষে প্রত্যেক দিনের জল আনতে নিচের হ্রদে যাওয়া প্রকৃতপক্ষেই কষ্টকর ছিল। তাছাড়া, ঢালু জায়গাটা খুবই খাড়া ছিল এবং তাঁদের পক্ষে নিচে যাওয়াটা খুবই বিপদজনক ছিল। তাই সেই তিন সঙ্ঘের সদস্যরা একসঙ্গে ঈশ্বরের দাসকে দেখতে এলেন। প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় জল নিতে পার্বত্য স্থান চড়ে নিচে আসা তাঁদের জন্য কতটা কঠিন ছিল তা

বর্ণনা করার পর, তাঁরা যথেষ্ট নিশ্চয়তার সঙ্গে তাঁকে বললেন যে, এর একমাত্র সমাধান হল মঠগুলো অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পিতাসুলভ বাণী দ্বারা তাঁদের সাহস দিয়ে সাধুজী তাঁদের বিদায় দিলেন। সেই একই রাতে, ছোট বালক প্লাচিদুসকে সঙ্গে করে তিনি পর্বতচূড়ায় গিয়ে উঠলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষে, তিনি যেখানে জানুপাত করেছিলেন, স্মারক-চিহ্ন হিসাবে সেখানে তিনটি পাথর একস্থানেই রাখলেন, তারপর, সকলের দৃষ্টির আড়ালে, মঠে ফিরে গেলেন।

পরবর্তী দিন, যখন সন্ন্যাসীরা তাঁদের অনুরোধ নিয়ে পুনরায় এলেন, তিনি তাঁদের পর্বতের চূড়ায় যেতে বললেন। তাঁদের বললেন, 'একটা অন্যটার উপরে করে তোমরা সেখানে তিনটি পাথর পাবে। তোমরা যদি সেখানে সামান্য গর্ত খোঁড়, তবে দেখবে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের এমন ক্ষমতা আছে যা পর্বতচূড়ার শৈল থেকেও জল নির্গত করতে পারে ও তাঁর দয়ায় তেমন কষ্টকর দীর্ঘ পর্বত-আরোহণ করা থেকেও তোমাদের মুক্তি দিতে পারে।'

সেই বর্ণনা অনুযায়ী সেই স্থানে ফিরে গিয়ে তাঁরা লক্ষ করলেন যে ইতিমধ্যে মাটি স্যাঁতস্যাঁতে ছিল। তাঁরা মাটি খুঁড়তে না খুঁড়তেই খনন করা গর্তটা জলে ভরে গেল এবং এতই প্রচুর পরিমাণ জল উৎসারিত হল যে আজও একটা খরস্রোত পর্বতচূড়া থেকে নিচের জলাশয়ে নেমে আসে।

৬ গভীর জল থেকে লোহার ফলাকে অলৌকিক উদ্ধার

আর একদিন সরল ও ভক্তপ্রাণ গোৎ জাতীয় একটি লোক সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য সুবিয়াকোতে এসেছিল এবং ঈশ্বরের মানুষ তাকে গ্রহণ করতে খুব খুশি ছিলেন। একদিন সাধুজী তাকে একটি কাস্তের মত দেখতে যন্ত্র দিলেন এবং হ্রদের পাশ থেকে কাঁটাগাছ কেটে ফেলার জন্য আদেশ দিলেন যেখানে একটি বাগান করার কথা ছিল। সেই গোৎ লোকটা কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে ঘন কাঁটাগাছ কাটছে, এমন সময় হঠাৎ

লোহার ফলাটা হাতল থেকে সরে গিয়ে হ্রদের গভীর জলের মধ্যে পড়ে গেল যেখান থেকে সেটা পুনরুদ্ধার করার কোন আশা ছিল না।

এতে নিরুপায় লোকটা কাঁপতে কাঁপতে মাউরুসের কাছে দৌড়ে গেল এবং দুর্ঘটনার কথা বর্ণনার পরে সে বলল নিজের অসতর্কতার জন্য সে কতটাই না দুঃখিত ছিল। তাই মাউরুস ঈশ্বরের দাসকে সংবাদটা দিলেন এবং তিনি ব্যাপারটা শুনে হ্রদের ধারে গেলেন এবং গোৎ লোকটার কাছ থেকে হাতলটা নিয়ে তা জলের ভিতরে নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহার ফলাটা হ্রদের গভীর জল থেকে উঠে এসে হাতলের ঠিক জায়গায় বসল। তখন তিনি যন্ত্রটা গোৎ লোকটার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এখন তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও।’

৭ জলের উপর দিয়ে মাউরুসের দৌড়

একদিন হল কি: পূজনীয় বেনেডিক্ট নিজ কক্ষে বসে আছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসীদের একজন, সেই বালক প্লাচিদুস, একটা বালতি হাতে করে জল তুলে আনার জন্য হ্রদে যান। অন্যমনস্ক হয়ে বালতিটা জলে নামাতেই তিনিও জলে পড়ে যান আর সঙ্গে সঙ্গে জলের স্রোত তাঁকে কূল থেকে বেশ দূরেই টেনে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের মানুষ নিজ কক্ষে বসে থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেন, তাই অবিলম্বে মাউরুসকে ডেকে বলেন, ‘ভাই মাউরুস, দৌড় দাও, বালকটি যে জল তুলতে গিয়ে হ্রদে পড়ে গেছে! আর স্রোত তাকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।’

আশ্চর্যের ব্যাপার! এমন কিছু যা প্রেরিতদূত পিতরের [ক] পরে আর কখনও ঘটেনি: গুরুর কাছে আশীর্বাদ চাইলেন মাউরুস, তারপর আশীর্বাদ পেয়ে পুণ্যপিতার আদেশ মত অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড় দেন। জলের স্রোত যেখানে বালকটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তিনি সেইখানে দৌড়ে যান—তিনি মনে করছেন মাটির উপর দিয়ে ছুটছেন, কিন্তু আসলে জলের উপর দিয়েই দৌড় দিচ্ছেন। বালকটির চুল ধরে তিনি আবার দ্রুতবেগে ফিরে আসেন। কূলে পৌঁছে যখন পিছনের দিকে ফিরে তাকান তখনই মাত্র তিনি উপলব্ধি করেন যে, জলের উপর দিয়েই দৌড় দিয়েছেন। যা অসম্ভব মনে হয়, তা আসলে বাস্তব বলেই স্বীকার করেন।

পুণ্যপিতার কাছে ফিরে গিয়ে তিনি ব্যাপারটা খুলে বলেন; আর পূজনীয় বেনেডিক্ট নিজ পুণ্যের নয়, তাঁর বাধ্যতার ফলেই তা ঘটেছে বলে ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে মাউরুস এ কথাই সমর্থন করেন যে, তেমন কিছু কেবল তাঁর আদেশ গুণেই ঘটল: তাছাড়া তিনি তো কোনও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না: যা করেছিলেন, কোনও শক্তির কথা না জেনেই তা করেছিলেন। তেমন বিনম্রতার সরল প্রতিযোগিতায় বালকটি নিজে বিচারকরূপে উঠে দাঁড়িয়ে রায় দেন; তিনি বললেন, 'যখন জল থেকে আমাকে টেনে নেওয়া হচ্ছিল, আমি তখন আমার মাথার উপরে আব্বার বস্ত্র দেখতে পেয়েছিলাম; মনে করছিলাম তিনি নিজেই আমাকে জল থেকে টেনে তুলছেন।'

পিতর

কেমন বিস্ময়কর কর্মকীর্তি! যারা সেগুলোর কথা শোনে, সেগুলো নিশ্চয়ই তাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। বলতে গেলে, এই মহা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আপনি যতখানি কথা বলেন, ততখানি আমি শুনতে আরও বেশি আগ্রহী।

৮ বিষ-মেশানো রুটি এবং দাঁড়কাক

গ্রেগরি

ইতিমধ্যে সেই গোটা অঞ্চলের বহু কিলোমিটার ধরে বাসিন্দারা খ্রিষ্টপ্রেমে অধিক উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাদের অনেকে মুক্তিদাতার লঘু জোয়ালের নিচে নিজ হৃদয় আনবার জন্য সংসার ত্যাগ করেছিল। এই দিকে, পার্শ্ববর্তী একটি গির্জায় ফ্লোরেন্তিউস নামে একজন পুরোহিত ছিলেন, যিনি আমাদের উপপরিসেবক ফ্লোরেন্তিউসের ঠাঁকুরদাদা। মানবজাতির নির্মম শত্রু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সেই পুরোহিত গোপনে সাধুজীর কাজের বিরোধিতা করার কথা কল্পনা করছিলেন। ধূর্ত যারা তারা তো অন্যান্যদের পবিত্রতা বিষয়ে সবসময় ঈর্ষান্বিত যেহেতু তেমন পবিত্রতা নিজেরাই অর্জন করতে অক্ষম, আর ঠিক সেইমত ঈর্ষান্বিত হয়ে সেই পুরোহিতও সাধুজীর জীবনাচরণ সম্বন্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ রটাতে লাগলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন যাতে তাঁর সঙ্গে কেউই দেখা-সাক্ষাৎ না করে।

যাই হোক, এভাবে সেই শত্রু সাধুজীর কাজের গতি বন্ধ করতে পারল না। তাঁর পবিত্রতার খ্যাতি বাড়তেই থাকল এবং সেইসঙ্গে উচ্চতর জীবনাশ্রমের প্রতি আহূতদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। এতে ফ্লোরেন্তিউস রোষে একেবারে আগুন হলেন। একদিকে যে প্রশংসা সাধুজী পাচ্ছিলেন তা তিনি নিজেই উপভোগ করতে বাসনা করছিলেন, অন্যদিকে প্রশংসা পাবার যোগ্য জীবন যাপন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরিশেষে, ঈর্ষার জ্বালায় তাঁর আত্মা এতই অন্ধ হয়ে গেল যে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, একটা রুটিতে বিষ মিশিয়ে তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দাসের কাছে খ্রিষ্টীয় সহভাগিতার চিহ্ন হিসাবেই যেন পাঠাবেন।

এবিষয়ে সাথে সাথে সচেতন হয়েও যে রুটিতে মৃত্যুজনক বিষ মেশানো রয়েছে, ঈশ্বরের মানুষ তাঁর সেই দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে একটি দাঁড়কাক কাছের একটি বন থেকে ঈশ্বরের মানুষের হাত থেকে খাবার খাওয়ার জন্য আসত। এই উপলক্ষে তিনি সেই বিষ মেশানো

রুটিটা কাকের সামনে রাখলেন এবং বললেন, ‘আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে, এই রুটিটা নাও এবং এমন জায়গায় নিয়ে যাও যেখানে কেউই তা খুঁজে পেতে পারবে না।’ তখন দাঁড়কাক কা কা করে ডাকতে শুরু করল এবং মুখ খুলে ও ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে রুটির চারপাশ দিয়ে ঘুরতে লাগল কেমন যেন বুঝাবার জন্য যে সে বাধ্য হতে ইচ্ছুক, কিন্তু বাধ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। অনেক বার সাধুজী একই নির্দেশ করে বললেন, ‘রুটিটা নাও ; ভয় করো না! এখান থেকে তা দূরে কোথাও নিয়ে যাও এবং এমন জায়গায় রেখে দাও যেখানে কেউই তা খুঁজে পাবে না।’ অনেক সময় ধরে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার পরে দাঁড়কাক অবশেষে ঠোঁটে করে রুটিটা নিল এবং উড়ে গেল। সেই রুটি ফেলে দেওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে কাকটি ফিরে এল এবং তার নিত্য দিনের খাবার ঈশ্বরের মানুষের হাত থেকে নিল।

এতে পূজনীয় পিতা অনুভব করলেন তাঁর সেই শত্রুর বিদ্বেষ কতই না গভীর, এবং নিজের খাতিরে ততটা নয় বরং সেই পুরোহিতের খাতিরেই তিনি খুবই ব্যথিত হলেন। কিন্তু ফ্লোরেন্তিউস প্রভুকে মেরে ফেলার ব্যাপারে অকৃতকার্য হওয়ায় ক্ষান্ত হলেন না, বরং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, তিনি তাঁর শিষ্যদেরই আত্মার ধ্বংস সাধন করবেন, এবং তাঁর এ উদ্দেশ্যের জন্য সাতটি বস্ত্রহীন যুবতীকে বেনেডিক্টের মঠের বাগানে প্রেরণ করলেন। সেখানে তারা একসঙ্গে হাতে হাত জোড়া দিয়ে তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টিগোচরে কিছু সময়ের জন্য নাঁচ করল এই অভিপ্রায় নিয়ে যে, তারা তাঁদের পাপের পথে চালিত করবে।

যখন সাধুজী তাঁর জানালা দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করলেন, তখন তিনি ভয় করতে লাগলেন তাঁর কোন কোন যুবক সন্ন্যাসী হয়তো বিপথে যাবে। তাঁর প্রতি পুরোহিতের ঘৃণাই ছিল এই আক্রমণের প্রকৃত কারণ, এবিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে তিনি সেই হিংসার সঙ্গে লড়াই না করে নিজের সঙ্গে কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী নিয়ে একটা নতুন ঘর খোঁজ করার জন্য রওনা হলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পূর্বে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সকল মঠাশ্রমের জন্য নতুন কয়েকটা নিয়ম জারি করলেন, আর সেই অনুসারে মঠগুলো পরিচালনায় সহায়তা দেবার জন্য উপ-অধ্যক্ষদের নিযুক্ত করলেন এবং এক একটা মঠাশ্রমে নতুন নতুন সদস্য যোগ করলেন।

ঈশ্বরের মানুষ ফ্লোরেন্তিউসের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নম্রভাবে পলায়ন করছেন, এমন সময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই পুরোহিতকে ভীষণ প্রতিশোধ নিয়ে আঘাত করলেন। পুরোহিত তাঁর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেনেডিক্টের চলে যাওয়াটার জন্য নিজেকে ধন্য বলছিলেন এমন সময় তাঁর ভবনের কাঠামো হঠাৎ খসে পড়ে তাঁকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাঁর মৃত্যু ঘটাল, যদিও ভবনের বাকি অংশটা অক্ষত অবস্থায় থাকল। সাধুজীর কেবল পনেরো কিলোমিটার যাওয়ার আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। যে পুরোহিত অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছিলেন তিনি যে এখন মারা গেছেন, সাধুজীর শিষ্য মাউরুস এই সংবাদ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই একজনকে পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের কাছে প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ঈশ্বরের মানুষ বেনেডিক্ট এই সংবাদ শুনে মনে খুবই দুঃখ ও কষ্ট পেলেন, তাঁর শত্রু মারা গেছেন তার জন্য শুধু নয় বরং তাঁর একজন শিষ্য যে সেই পুরোহিতের মৃত্যুর জন্য আনন্দ করেছেন তার জন্যও। এমন সংবাদ পাঠিয়ে মাউরুস আনন্দ দেখিয়েছিলেন বিধায় তিনি মাউরুসকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন।

পিতর

এ সমস্ত ঘটনা সত্যিই বিস্ময়কর। পাহাড় হতে নির্গত সেই জলের স্রোতধারা আমাকে মোশির [ক] কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং সেই লোহার ফলা যা হ্রদের গভীর থেকে তোলা হয়েছিল তা এলিশেয়কে [খ] মনে করিয়ে দেয়। জলের উপর দিয়ে হাঁটা সাধু পিতরকে [গ], দাঁড়কাকের বাধ্যতা নবী এলিয়কে [ঘ] এবং শত্রুর মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করা দাউদকে [ঙ] স্মরণ করিয়ে দেয়। এ মানুষ অবশ্যই সকল ধার্মিকদের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন।

গ্রেগরি

পিতর, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের মানুষ বেনেডিক্ট সেই একমাত্র ঈশ্বরেরই আত্মিক প্রেরণার অধিকারী ছিলেন, যিনি তাঁর মঞ্জুর করা মুক্তিকর্মের অনুগ্রহ-দানে সকল মনোনীতদের অন্তর পরিপূর্ণ করেছেন, আর যা বিষয়ে যোহন বলেন, 'বাণীই ছিলেন

সেই সত্যকার আলো, যা জগতে আগত প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।’ এবিষয়ে শাস্ত্র একথাও বলে, ‘সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি।’[চ]

সাধু ব্যক্তিরা প্রভুর কাছ থেকে নানা পরাক্রান্ত গুণ পেতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলোকে অন্য মানুষকে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনিই মাত্র তাঁর অনুগতদের কাছে পরাক্রান্ত চিহ্নকর্ম সাধন করার অধিকার দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর শত্রুদের বলেছিলেন যে তিনি নবী যোনার [ছ] চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছিলেন; আর আসলে গর্বিতদের চোখে তিনি মরলেন, কিন্তু বিনম্রদের চোখে পুনরুত্থান করলেন; অর্থাৎ গর্বিতেরা তা-ই দেখল যা বিদ্রূপ করত, আর বিনম্ররা তা-ই দেখল যা ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করা দরকার। তাই এই রহস্যে, গর্বিতেরা তাঁকে হীন অবস্থায় মরতে দেখল, অপরদিকে বিনম্ররা মৃত্যুর উপরে তাঁর সাধিত বিজয়ের সাক্ষী হলেন।

পিতর

এখন যে আপনি এবিষয় ব্যাখ্যা করা শেষ করেছেন, দয়া করে আমাকে বলুন সাধুজী তাঁর চলে যাওয়ার পর কোথায় বাস করলেন। আপনি কি জানেন তিনি আরও আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন কিনা?

গ্রেগরি

পিতর, তিনি অন্যত্র চলে গেলে কেবলমাত্র জায়গাটাই আলাদা হল, কেননা শত্রুটা একই হয়ে থাকল। বাস্তবিকই, এ সবকিছুর পর তাঁকে যে প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে হল তা ছিল আর অধিক তীব্রতর, কারণ ধূর্ততার স্বয়ং প্রভুই খোলা সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে লড়াই করছিল।

প্রাচীরবেষ্টিত সেই কাসিনো নগর এমন উচ্চ পাহাড়ের পদতলে অবস্থিত যা এমনভাবে পাহাড়ের ঢালু জায়গায় রক্ষিত যা প্রায় উচুর দিকে সাড়ে চার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত [জ]। এর চূড়ায় খুবই পুরাতন একটি দেবমন্দির ছিল যেখানে অশিক্ষিত গ্রামবাসী তখনও আপল্লোস দেবকে পূজা করত যেমনটি তাদের পৌত্তলিক পূর্বপুরুষেরা

করে এসেছিল, এবং তারা নানা অপদূতের উদ্দেশে নিবেদিত নানা কুঞ্জবনে কুসংস্কার ও তাদের পৌত্তলিক রীতি অনুযায়ী বলি উৎসর্গ করত।

যখন ঈশ্বরের মানুষ সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেই দেবমূর্তী ধ্বংস করলেন, যজ্ঞবেদিটা উল্টিয়ে দিলেন এবং সেই সকল পবিত্র কুঞ্জবনের বৃক্ষগুলো কেটে ফেললেন (ঋ)। এর পর তিনি সেই আপল্লোস দেবের মন্দিরটাকে একটি প্রার্থনাগৃহে পরিণত করে সেটাকে সাধু মার্টিনের নামে (এ) উৎসর্গ করলেন, এবং যেখানে আপল্লোস দেবের যজ্ঞবেদি ছিল সেখানে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সম্মানার্থে অন্য একটি প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করলেন; তাছাড়া তাঁর উদ্দীপনাময় প্রচারের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের মানুষদের হৃদয় জয় করলেন আর তারা সত্য বিশ্বাস গ্রহণ করল।

তেমন ক্ষতি সেই আদিম শত্রু নীরবে সহ্য করতে পারল না। এবার সে পুণ্য পিতার কাছে স্বপ্নে বা ছদ্মবেশে আবির্ভূত হল না বরং মুখোমুখিই সাক্ষাৎ করল, এবং তাকে যত অপমান সহ্য করতে হচ্ছিল তার জন্য প্রচণ্ডভাবে আপত্তি জানাল। সে এতই জোরে চিৎকার করছিল যে ভ্রাতাগণও তাকে শুনতে পেতেন যদিও তাকে তাঁরা দেখতে পারছিলেন না। পূজনীয় পিতার নিজের বর্ণনায়, শয়তান দেখতে এমন বিশ্রী ছিল যা মানুষের চোখে একেবারে ঘৃণ্যই লাগত। সে আগুনে আবিষ্ট ছিল, এবং যখন ঈশ্বরের মানুষের বিরুদ্ধে রেগে উঠত, তখন তার চোখ ও মুখ হতে অগ্নিশিখা নির্গত হত। সকলেই শুনতে পেতেন সে যে কি বলছিল। সর্বপ্রথম সে বেনেডিক্টকে নাম ধরে ডাকল। কিন্তু যখন দেখল যে ঈশ্বরের মানুষ কোন উত্তর দিচ্ছেন না, তখন তাঁর প্রতি গালাগালি উচ্চারণ করতে লাগল। ‘বেনেডিক্ট, বেনেডিক্ট, ধন্য বেনেডিক্ট!’ বলে শুরু করল এবং এর পর বলে চলল, ‘তুই অভিশপ্তই বেনেডিক্ট! কিসের ধন্য! অভিশপ্তই তোর নাম! আমার কাছে তুই কী চাস? আমাকে এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছিস কেন?’

পিতর, তুমি তো ভালভাবেই কল্পনা করতে পার যে এখন থেকে শয়তান নবীন হিংস্রতার সঙ্গেই ঈশ্বরের দাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে লাগল। কিন্তু তার যত পরিকল্পনা উল্ট ফল দিল, কেননা তার এই সকল আক্রমণ সাধুজীর নতুন নতুন জয়লাভে পরিণত হল।

৯ প্রার্থনার ফলে বিশাল পাথর সরানো

একদিন সন্ন্যাসীরা মঠের একটা অংশের নির্মাণকাজ করছিলেন, এমন সময় তাঁরা লক্ষ করলেন মস্ত বড় একটা পাথর কাছাকাছি পড়ে রয়েছে, তাই তাঁরা মনে করলেন পাথরটা নির্মাণকাজে ব্যবহার করবেন। যখন দুই বা তিনজন সন্ন্যাসী পাথরটাকে তুলতে পারলেন না, তখন অন্যান্যরাও তাঁদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অথচ পাথরটা তার সেই স্থানেই থেকে যাচ্ছিল কেমন যেন মাটিতে তার শিকড় আছে! তখন সন্ন্যাসীরা এবিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে, পাথরটার উপর শয়তান নিজে বসে আছে, এবং তাঁদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাথরটা সরানোর ব্যাপারে তাঁদের প্রতিরোধ করছে।

এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তাঁরা ঈশ্বরের মানুষকে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন এবং তাঁকে প্রার্থনা করতে বললেন যাতে যে শয়তান পাথরটাকে চেপে রাখছিল তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধুজী সেখানে গিয়ে পৌঁছা মাত্রই প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, এবং প্রার্থনা শেষে তিনি ক্রুশের চিহ্ন করার পর সন্ন্যাসীরা এত সহজেই পাথরটাকে তুলতে পারলেন যেন সেটা তার আগের ওজন হারিয়েছে।

১০ রান্নাঘরে সেই দাহ যা মনের ভুল

পরে ঈশ্বরের মানুষ মনে করলেন, পাথরটা যে স্থানে ছিল সেখান থেকে সন্ন্যাসীরা যেন মাটি খুঁড়ে ফেলেন। যখন তাঁরা মাটির নিচে সামান্য একটু খনন করলেন, তখন একটি ব্রঞ্জের দেবমূর্তী পেলেন; আর আপাততঃ তাঁরা রান্নাঘরের কোন এক জায়গায় তা ফেলে দিলেন। হঠাৎ করে রান্নাঘরে আগুন লেগে গেল এবং সকলে অনুভব করলেন যে সমগ্র ভবনে আগুন লাগতে যাচ্ছে। সেই আগুন নিবানোর জন্য বালতিতে জল ভরে আনার সময়ে তাঁরা এমন শব্দ ও গোলমাল সৃষ্টি করলেন যে ঈশ্বরের মানুষ নিজেই সে স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সন্ন্যাসীদের কাছে যে আগুন অতি বাস্তব মনে হচ্ছিল, তা দেখতে না পেয়ে তিনি শান্তভাবে প্রার্থনায় মাথা নত করলেন, আর তাঁর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, তাঁরা নির্বোধের মত যে ভুল করছিলেন, তা দেখার জন্য তাঁদের চোখ খুলে দিলেন। এর ফলে, অপদূত রান্নাঘরে আগুন লাগাবার যে ফন্দি খাটিয়েছিল, কোন আগুন না দেখতে পেয়ে সন্ন্যাসীরা বরং দেখলেন রান্নাঘর অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

১১ প্রার্থনার ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ সন্ন্যাসীর পুনর্জীবনলাভ

আর একদিন সন্ন্যাসীরা একটি দেওয়ালে কাজ করছিলেন যা সামান্য একটু উঁচু করে নির্মাণ করা দরকার ছিল। সেসময় ঈশ্বরের মানুষ নিজের কক্ষে প্রার্থনারত ছিলেন, এমন সময় শয়তান তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল এবং বিদ্রূপাত্মকভাবে বলল যে, ভ্রাতারা যেখানে কাজ করছিলেন সে সেখানে তাঁদের দেখতে যাচ্ছে। ঈশ্বরের মানুষ শীঘ্রই সন্ন্যাসী ভাইদের বলে পাঠালেন অপদূত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হবে, ফলে তাঁরা যেন সেই ব্যাপারে সজাগ থাকেন। যেই মাত্র ভাইয়েরা তাঁর সতর্কবাণী পেলেন, শয়তান দেওয়ালটা উল্টিয়ে দিল, ফলে সেই ধ্বংসাবশেষের নিচে পড়ে একজন যুবক সন্ন্যাসীর দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হল; যুবকটি ছিল একজন কর-আদায়কারীর সন্তান।

ধ্বংসিত দেওয়ালের দিকে মন না দিয়ে বরং ভাইকে হারিয়ে ফেলেছেন এবিষয়েই দুঃখক্লিষ্ট ও বিচলিত হয়ে তাঁরা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা জানাবার জন্য পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের কাছে ছুটে গেলেন। পিতা বেনেডিক্ট সেই ক্ষতিগ্রস্ত দেহকে তাঁর নিজের কক্ষে নিয়ে আসতে বললেন। মৃতদেহটি একটি চাদরে করে বহন করতে হল কারণ সেই ধ্বংসিত দেওয়াল শুধুমাত্র তাঁর বাহু ও পায়ের হাড় ভেঙে ফেলেনি কিন্তু তাঁর দেহের সকল হাড়গুলোকেই চুরমার করে ফেলেছিল। ঈশ্বরের মানুষ প্রার্থনার জন্য যে মাদুর ব্যবহার করতেন, ঠিক সেই মাদুরের উপরে মৃতদেহটিকে শুইয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন; এরপর সকলকে চলে যেতে বললেন, এবং দরজা বন্ধ করার পর নতজানু হয়ে ভক্তিপূর্ণ অন্তরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই যুবককে পুনরায় তাঁর কাজে পাঠালেন—যুবকটি আগের মত একেবারে বলবান ও সুস্থ! এইভাবে, তেমন নির্মম মৃত্যু ঘটিয়ে বেনেডিক্টকে বিদ্রূপ করতে শয়তানের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুবক সন্ন্যাসী পুনরায় সেই দেওয়ালের কাজে ভাইদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল।

১২ মঠের বাইরে অনুচিত খাওয়া-দাওয়া

ইতিমধ্যে ঈশ্বরের মানুষ ভাবী ঘটনা পূর্বঘোষণার মধ্য দিয়ে, ও তাঁর সঙ্গে যে ভাইয়েরা ছিলেন তাঁরা তাঁর অনুপস্থিতিতে যে কি করেছিলেন তাঁদের কাছে তা বলার মধ্য দিয়েও নবীয় আত্মিক প্রেরণা প্রকাশ করতে লাগলেন।

নানা নিয়ম-কানুনের মধ্যে গৃহের একটি বিধি ছিল যা অনুসারে সন্ন্যাসীরা কোন কাজের জন্য মঠের বাইরে থাকাকালে খাবার বা পানীয় কিছুই খেতে পারবেন না, এবং এবিধি কঠোরভাবে পালন করা হত [ক]। একদিন ভাইদের মধ্যে কয়েকজন নির্দিষ্ট এমন কাজের জন্য বাইরে গেলেন যা তাঁদের যথেষ্ট সময় বাইরে আবদ্ধ করে রাখল। সন্ন্যাসীরা পরিচিত প্রতিবেশী এক ভক্তিমনা মহিলার বাড়িতে থেমে সেখানে খেলেন। ফিরে এসে যখন তাঁরা যথারীতি আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য পিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা কোথায় খেয়েছিলেন।

তাঁরা উত্তরে বললেন, ‘আমরা কোথাও খাইনি।’

সাধুজী তাঁদের বললেন, ‘তোমরা আমার কাছে মিথ্যা বলছ কেন? তোমরা কি অমুক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে এ এ প্রকার খাবার ও এ এ পানীয় পান করনি?’

সেই মহিলা যে কিভাবে তাঁদের আপ্যায়ন করেছিল এবং যা যা তাঁদের খেতে ও পান করতে দিয়েছিল এসমস্ত কথা পূজনীয় পিতার মুখে শুনে তাঁরা যে ভুল করেছিলেন তা স্পষ্টভাবে স্মরণ করলেন, এবং কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁদের অপরাধ স্বীকার করলেন । তাঁরা ভবিষ্যতে তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন ভুল আর করবেন না এবিষয়ে সচেতন হয়ে ঈশ্বরের মানুষ তাঁদের ক্ষমা করতে দ্বিধা করলেন না। তাছাড়া সেই ভাইয়েরা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, সাধুজী সর্বদাই আত্মায় তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত।

১৩ সাধুজী দূরে থেকেও ভক্তজনকে পথে খেতে দেখেন

সন্ন্যাসী বালেন্তিনিয়ানুসের কথা আগেও বলা হয়েছে; তাঁর একজন ভাই ছিল যিনি খুবই ভক্তিমনা খ্রিষ্টভক্ত ছিলেন। প্রতি বছর তিনি ঈশ্বরের দাসের আশীর্বাদ পাবার জন্য ও নিজ ভাইকে দেখার জন্য মঠে যেতেন। তাঁর আসার পথে তিনি সর্বদাই অনাহারে কাটাতেন। এমনি একদিন তিনি মঠে যাওয়ার সময়ে অন্য একজন পথচারী তাঁর সঙ্গে যোগ দিল যে সঙ্গে করে কিছু খাবার নিয়ে আসছিল।

কিছু সময়ের পর আগন্তুক পথচারী বলল, ‘আসুন, অধিক শ্রান্ত হওয়ার আগে আমরা কিছু খেয়ে নিই।’

ভক্তিমনা খ্রিষ্টভক্ত উত্তরে বললেন, ‘আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু পূজনীয় পিতা বেনেডিক্টকে দেখতে যাওয়ার পথে আমি সবসময় অনাহারে কাটাই।’

এরপর সে পথচারী কিছু সময়ের জন্য নীরব থাকল। কিন্তু যখন তাঁরা একসঙ্গে কিছু দূর হেঁটে গেলেন, তখন সে পথচারী আবারও একই কথা উত্থাপন করল। নিজের শুভ সঙ্কল্প স্মরণে রেখে বালেন্তিনিয়ানুসের ভাই তখনও পুনরায় তার প্রস্তাব ফিরিয়ে

দিলেন। এতে সেই পথচারী আর কথা বাড়াল না, এবং তাঁকে আর কিছু দূর না খেয়ে সঙ্গ দিতে সম্মত হল।

পরে, তাঁরা একসঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটার পর যখন অনেক দূর অতিক্রম করার ফলে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন একটা তৃণভূমি ও জলের উৎসের ধারে এসে পৌঁছলেন। স্থানটির পরিবেশ এমন মনে হচ্ছিল যা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য খুবই উপযোগী। আগন্তুক পথচারী তখন বলল, 'দেখুন, জল ও তৃণভূমি! কিছু না কিছু খাবার জন্য স্থানটি কতই না সুন্দর ও মনোরম। সামান্য একটু বিশ্রাম আমাদের শক্তি ফিরিয়ে দেবে আমরা যেন শেষ পথ বিনা কষ্টে হাঁটতে পারি।'

স্থানটি এতই আকর্ষণীয় ছিল এবং তৃতীয় অনুরোধ এতই উপযুক্ত মনে হল যে তা ভক্তিমনা মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে জয় করল আর তিনি তাঁর সেই সঙ্গীর সঙ্গে খাওয়ার জন্য সেখানে থামলেন। তিনি সন্ধ্যার দিকে মঠে গিয়ে পৌঁছলেই তাঁকে পূজনীয় পিতা বেনেডিক্টের কাছে আনা হল। যখনই তিনি সাধুজীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন তখন ঈশ্বরের মানুষ যাত্রাকালে তাঁর ব্যবহারের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা দিলেন। সাধুজী বললেন, 'এ কেমনটি হল যে, যে অপদূত যাত্রাকালে সঙ্গীর ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল, তার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সে তোমার মন জয় করতে পারল না কিন্তু তৃতীয় বার সফল হল!' এতে বালেন্তিনিয়ানুসের ভাই সাধুজীর পায়ে পড়ে তাঁর নিজের মনের দুর্বলতা স্বীকার করলেন। যে ভুল তিনি করেছিলেন তা যে এত দূর থেকেও পিতা বেনেডিক্ট দেখতে পেরেছিলেন, তা তাঁকে লজ্জা ও অনুশোচনায় পূর্ণ করল।

পিতর

এটাই প্রমাণ যে সাধুজী এলিশেয়ের আত্মিক প্রেরণার অধিকারী ছিলেন। সেই নবীও তাঁর একজন অনুসারীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন যে তাঁর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল (ক)।

১৪ তোতিলা রাজার ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত

গ্রেগরি

পিতর, তুমি যদি একটু বেশি সময় ধরে শোন, তাহলে তোমাকে বলার মত আমার এমন একটি ঘটনা আছে যা আরও বেশি বিস্ময়কর: একদা যখন গোৎ জাতি তখনও শক্তিশালী ছিল, এমন সময় তাদের রাজা তোতিলা তাঁর সমস্ত বাহিনীর সঙ্গে একদিন ধন্য বেনেডিক্টের মঠের দিকে এগিয়ে গেলেন (ক)। তখনও কিছু দূরে আছেন এমন সময় রাজা তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে থামলেন এবং তিনি যে আসছেন সেকথা ঘোষণা করার জন্য আগে আগে দূত পাঠালেন, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে ঈশ্বরের মানুষ নবীয় প্রেরণার অধিকারী ছিলেন। আর যখনই জানতে পারলেন যে আসার জন্য তিনি স্বাগত, তখন ধূর্ত রাজা মনে স্থির করলেন, ঈশ্বরের মানুষের নবীয় প্রেরণা যে কতটুকু কার্যকর তা তিনি পরীক্ষা করবেন। তিনি আদেশ করলেন যেন তাঁর নিজের অস্ত্রবাহক রিগকে রাজকীয় পোশাক ও পাদুকা পরিবৃত করা হয়, পরে তাকে এই ছদ্মবেশে ঈশ্বরের মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। তাছাড়া আদেশ করলেন যেন রাজার নিজের দেহরক্ষীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া বুল, রুদেরিক ও ব্লিদিন রিগের পাশে পাশে চলতে থাকবে কেমন যেন রিগ নিজেই গোৎদের প্রকৃত রাজা। আরও, এই সমস্ত রাজকীয় চিহ্ন ছাড়া তোতিলা রিগের জন্য একজন অস্ত্রবাহক ও অন্যান্য সহগামীও ব্যবস্থা করলেন।

রিগ সেই রাজকীয় পোশাক পরে তার সহগামীদের নিয়ে মঠের ভিতর প্রবেশ করতে করতেই ঈশ্বরের মানুষ তাকে দেখতে পেলেন, এবং যখনই রিগের সহগামীরা কাছাকাছি এল তখন যেখানে তিনি বসে ছিলেন সেখান থেকে বলে উঠলেন, 'সন্তান, তুমি যে রাজকীয় পোশাক পরে আছ তা খুলে ফেল।' তিনি আরও বললেন, 'ওগুলোর তোমার নয়, ওগুলো রেখে দাও।' সে যে একজন মহা মানুষকে উপহাস করার চেষ্টা করেছে তা উপলব্ধি করে রিগ ও তার সঙ্গে তার সকল সহগামীও মাটিতে মিশে গেল। এবং পায়ে উঠে দাঁড়াবার পরেও তারা সাহস করল না ঈশ্বরের মানুষের কাছে যেতে,

বরং ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি করে রাজার কাছে ফিরে গেল তাঁকে একথা বলার জন্য যে তারা কত শীঘ্রই চিহ্নিত হয়ে গেছে।

১৫ তোতিলা ও কানোসার বিশপ সংক্রান্ত ভাববাণী

তখন তোতিলা রাজা নিজেই ঈশ্বরের মানুষের কাছে গেলেন। যখন তিনি লক্ষ করলেন সাধুজী কিছু দূরে বসে আছেন, তখন তাঁর কাছে আসতে ভীত হলেন, এবং যেখানে ছিলেন সেখানেই ভূমির উপর উপুড় হয়ে পড়লেন। ঈশ্বরের মানুষ দুই তিনবার তাঁকে উঠে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তোতিলা তাঁর সাক্ষাতে তখনও উঠে দাঁড়াতে ইতস্তত করছিলেন বিধায় খ্রিষ্টের দাস নিজে তোতিলার কাছে হেঁটে এলেন এবং মাটি থেকে ওঠানোর জন্য নিজের হাত দিয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন। তখন সাধুজী রাজাকে তাঁর নানা অপরাধের জন্য তিরস্কার দিলেন এবং সংক্ষেপে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবকিছু বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'আপনি কতগুলো অমঙ্গলের কারণ! আপনি অতীতে অনেক অমঙ্গল সাধন করেছেন, এখন আপনার পাপচারিতা ত্যাগ করুন। আপনি রোমে প্রবেশ করবেন এবং সমুদ্র পার হবেন। আপনার আর মাত্র নয় বছর শাসনক্ষমতা আছে এবং দশম বছরে আপনি মারা যাবেন।'

তেমন কথা শুনে রাজা এমন আতঙ্কে আতঙ্কিত হলেন যে সাথে সাথে সাধুজীর কাছে আশীর্বাদ যাচনা করে চলে গেলেন এবং এরপর থেকে নিজের নিষ্ঠুরতা কমিয়ে দিলেন। অল্পদিন পরে তিনি জোরপূর্বক রোমে প্রবেশ করলেন এবং পরে সমুদ্র পার হয়ে সিসিলিতে গেলেন। নিজ রাজত্বকালের দশম বর্ষে রাজা রাজ্য ও জীবন দুইই হারালেন যেমনটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্থির করেছিলেন।

কানোসার (ক) বিশপ সম্পর্কেও একটি কাহিনী রয়েছে: তিনি প্রায়ই মঠে যেতেন, এবং তাঁর পবিত্র জীবনের জন্য তাঁকে ঈশ্বরের মানুষ খুবই সম্মান করতেন। একসময় তাঁরা একসঙ্গে তোতিলার রোমে জোরপূর্বক প্রবেশ ও রোমের পতনের কথা আলোচনা করছিলেন, এমন সময় বিশপ বললেন, 'শহরটি এই রাজার দ্বারা ধ্বংসিত হবে এবং সেখানে বাস করার মত একজনও থাকবে না।'

কিন্তু প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট তাঁকে এবিষয়ে নিশ্চিত করে বললেন, 'না, রোম বর্বর জাতির দ্বারা ধ্বংসিত হবে না। রোম প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প দ্বারা কম্পিত হবে, তার পরেই নিজ ধ্বংসাবশেষের নিচে মৃত অবস্থায় শুয়ে থাকবে।'(খ)

এ ভাববাণীর অর্থ আজকালের এই আমাদের কাছে একেবারে স্পষ্ট, কেননা আমরা রোমের প্রাচীর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে নিজেরাই দেখেছি, আবার দেখেছি তার ঘরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, তার গির্জাগুলো প্রবল ঝড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তার জীর্ণ দালানগুলো নিজ নিজ ভগ্নস্তূপের দ্বারা চারপাশে ঘেরা।

যিনি একসময় আমাকে এ ভাববাণীর কথা বলেছিলেন, সাধুজীর সেই শিষ্য হনোরাতুস যদিও একথা স্বীকার করেন যে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে একথা শোনেননি, তবু তিনি আমাকে নিশ্চিত করে বলেন যে, তাঁর নিজের কয়েকজন সন্ন্যাসী-ভাই তাঁকে এর বিবরণ দিয়েছেন।

১৬ শয়তান থেকে উপপরিসেবককে সাময়িক মুক্তিদান

মোটামুটি একই সময়ে আকুইনোর (ক) ধর্মপ্রদেশের একজন উপপরিসেবক ছিলেন যিনি অপদূত দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাঁর মাননীয় বিশপ কনস্তান্তিউস ইতিমধ্যেই তাঁকে বিভিন্ন সাক্ষ্যমরদের পবিত্র স্থানে পাঠিয়েছিলেন এই আশা নিয়ে যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু সাধু সাক্ষ্যমরেরা তাঁকে এ অনুগ্রহ দান করেননি, বরং তাঁরা চাচ্ছিলেন যেন বেনেডিক্টের আশ্চর্য গুণ প্রকাশিত হয়।

সেই উপপরিসেবক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দাসের কাছে উপনীত হওয়া মাত্র বেনেডিক্ট প্রভু খ্রিষ্টের কাছে ব্যগ্র প্রার্থনা দ্বারা সে উপপরিসেবকের ভিতর থেকে অপদূতকে তাড়িয়ে দিলেন। তথাপি, তাঁকে আকুইনোতে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে তিনি তাঁকে বললেন মাংসাহার থেকে যেন বিরত থাকেন এবং পুরোহিত হওয়ার জন্য যেন অগ্রসর না হন। তিনি আরও বললেন, 'যদি এ সতর্কবাণী না শুনে পুরোহিত হবার জন্য অগ্রসর হও, তবে দেখবে তুমি শয়তানের কবলে আবার পড়ে গেছ।'

সেই উপপরিসেবক সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে বিদায় নিলেন এবং যতদিন তাঁর পূর্বেকার দৈহিক পীড়ন তাঁর মনে ছিল ততদিন সে ঈশ্বরের মানুষের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চললেন। কিন্তু সময় অবিবাহিত হতে হতে তিনি দেখলেন তাঁর বয়জ্যেষ্ঠ অভিষিক্তজন যাঁরা তাঁরা একজনের পর একজন সকলেই মারা গেলেন, এবং তাঁকে দেখতে হচ্ছিল যে নব অভিষিক্ত যুবকেরা তাঁর শ্রেণির চেয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে অগ্রসর হচ্ছে। অবশেষে, তিনি এমনটি ভান করলেন কেমন যেন ঈশ্বরের মানুষের সেই সতর্কতার কথা ভুলে গেছেন, এবং তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়ে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে উপস্থিত করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শয়তানের কবলে পড়লেন এবং কঠোর দৈহিক পীড়নের শিকার হলেন যে পর্যন্ত একদিন মারা গেলেন।

পিতর

ঈশ্বরের মানুষ এবিষয় উপলব্ধি করেছিলেন যে উপপরিসেবকটিকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল (খ) যাতে তিনি প্রবীণত্ব পাবার প্রত্যাশা থেকে দূরে থাকেন, এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ঈশ্বরের দাস ঐশদূরদৃষ্টির গুপ্ত পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

গ্রেগরি

এমনটি হতে পারে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলেছে সে ঈশ্বরের গুপ্ত পরিকল্পনাও জানবে না? আমরা পবিত্র শাস্ত্রে পড়ি, ‘যে কেউ নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সে ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মায়ও এক হয়ে যায়।’(গ)

পিতর

যে কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে, সে যখন তাঁর সঙ্গে আত্মায়ও এক হয়ে যায়, তখন বিখ্যাত প্রেরিতদূত কি বোঝাতে চান যখন বলেন, ‘আসলে কেবা

জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?'[ঘ] আমি মনে করি, একজনের মন না জেনে তার সঙ্গে আত্মায় এক হওয়াই প্রায়ই অসম্ভব।

গ্রেগরি

পিতর, সাধু ব্যক্তিরা ঈশ্বরের মন ততখানি জানেন তাঁরা নিজেরা যতখানি তাঁর সঙ্গে এক। বিষয়টা প্রেরিতদূতের কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন [ঙ], 'বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না।' সাধু পল নিজেও ঈশ্বরের মনকে জানতেন তা দেখানোর জন্য তিনি বলে চলেন, 'আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয় ধারণ করেনি ঈশ্বরের সেই মঙ্গলদান, যা তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।'[চ] সুতরাং ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁর নিজের আত্মা দ্বারা নিজের মন প্রকাশ করেছেন।

পিতর

যখন একথা সত্য যে, পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের মন প্রেরিতদূতকে প্রকাশ করা হয়েছিল, তখন তিনি কেমন করে নিজের বক্তব্য এবাণী দ্বারা শুরু করতে পারলেন তথা, 'আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।' আমি কথা বলতে বলতে অপর একটি অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে নবী দাউদ ঘোষণা করেন যে, 'আমার ওষ্ঠে আমি প্রচার করলাম তোমার মুখের সকল সুবিচার।'[ছ] জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার চেয়ে সেই জ্ঞান প্রকাশ করার ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই অবশ্যই মহত্তর সাফল্যের ব্যাপার। তবে এ কেমন হতে পারে যে, সাধু পল বলেন ঈশ্বরের বিচার দুর্জ্ঞেয়, অপরদিকে নবী দাউদ

বলেন যে তিনি ঈশ্বরের সকল বিচার জানেন, এমনকি নিজের ওষ্ঠেই সেগুলো প্রচার করলেন।

গ্রেগরি

আমি ইতিমধ্যেই এ দু'টো আপত্তির সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর দিয়েছি যখন বলেছি যে, সাধু ব্যক্তিরা ঈশ্বরের মনকে ততখানি জানেন তাঁরা নিজেরা যতখানি তাঁর সঙ্গে এক। কেননা যারা ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করে তারা সকলেই তাঁর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে বসবাস করে। তথাপি যতদিন তারা এক নশ্বর দেহ দ্বারা চাপা থাকে, ততদিন তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত নয়। যতখানি তারা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, ততখানিই মাত্র তাঁর গুপ্ত বিচারগুলো বুঝতে সক্ষম। যতদিন তারা ঈশ্বরের সঙ্গে এক নয়, ততদিন তারা সেগুলোকে জানতে পারে না। যেহেতু সাধু ব্যক্তিরাও এ বর্তমান জীবনে ঈশ্বরের গুপ্ত সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন না, এজন্য তাঁরা ঈশ্বরের বিচারগুলোকে দুর্জ্ঞেয় বলে অভিহিত করেন। সেই একই সময়ে তাঁরা তাঁর বিচার সকল বুঝতে পারেন, এমনকি সেগুলোকে নিজেদের ওষ্ঠেই প্রচার করেন; কেননা তাঁরা পবিত্র শাস্ত্রের বাণীর মধ্যে অবিরত অবস্থান ক'রে ও যতখানি ঐশপ্রকাশ পেতে পারেন, সেই অনুসারে তেমন ব্যক্তিগত পাওয়া ঐশপ্রকাশের অর্থ উপলব্ধি না করা পর্যন্ত সেগুলিতেও অবিরত অবস্থান ক'রে নিজেদের হৃদয় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত রাখেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বর যে বিচারগুলো গুপ্ত রাখেন, তাঁরা সেগুলো জানেন না, কেবল সেগুলোই জানেন, যেগুলো ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন। এজন্যই নবী ঈশ্বরের বিচারগুলো প্রচার করার ক্ষেত্রে 'আমার ওষ্ঠে' ঘোষণা করার পরপর 'তোমার মুখের' কথাটাই যুক্ত করেন; তিনি কেমন যেন বলতে চান, 'তুমি আমাকে যা যা বলেছ, আমি কেবল তা-ই জানতে ও প্রচার করতে পারি। কিন্তু যা কিছু তুমি অনুচ্চারিত রাখ, তা আমাদের কাছে গুপ্তই থাকবে।'

সুতরাং, ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত যে সত্যিই দুর্বদ্ধ এবিষয়ে নবী ও প্রেরিতদূত দুজনেই সম্পূর্ণরূপে একমত। কিন্তু, যখন ঈশ্বরের মুখ সেই সিদ্ধান্তগুলো ব্যক্ত করে, তখন সেগুলো মানুষের ওষ্ঠের দ্বারাও প্রচারিত হতে পারে। ঈশ্বর যা উচ্চারণ করেছেন, তা

মানুষ জানতে পারে। কিন্তু যে সকল পরিকল্পনা তিনি নিজে গোপন করে রেখেছেন, সেগুলোর বিষয়ে মানুষ কিছুই জানতে পারে না।

পিতর

আমি যে সমস্যার কথা উত্থাপন করেছি, সেক্ষেত্রে এ সমাধান সত্যিই খুবই যুক্তিযুক্ত। যদি আপনি এ ব্যক্তির জীবনের আর কোন আশ্চর্য ঘটনার কথা জেনে থাকেন, আপনি কি দয়া করে এখন সেগুলোর কথা বলে যাবেন?

১৭ মঠ-ধ্বংস সংক্রান্ত ভাববাণী

গ্রেগরি

পিতা বেনেডিক্টের নির্দেশমতে থেওপ্রবুস নাম করে একজন অভিজাত ব্যক্তি সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আদর্শময় জীবনের জন্য তিনি ছিলেন সাধুজীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও আস্থার পাত্র। একদিন থেওপ্রবুস সাধুজীর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন তিনি তীব্রভাবে ক্রন্দন করছেন। কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করার পর যখন দেখলেন ঈশ্বরের মানুষের চোখের জলঝরা বন্ধ হয় না, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ কারণই বা তাঁর এত দুঃখ সৃষ্টি করছে, কেননা তিনি সাধারণত প্রার্থনাকালে যেমনভাবে কাঁদতেন, এবার তেমনভাবে নয় বরং গভীর দীর্ঘশ্বাস ও বিলাপের সহিত কাঁদছিলেন।

ঈশ্বরের মানুষ উত্তরে বললেন, ‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্থির করেছেন যে, এই সমগ্র মঠ ও আমি যা কিছু এই সঙ্ঘের জন্য যুগিয়ে দিয়েছি, সবকিছুই বর্বরদের হাতে চলে যাবে। শুধু অনেক কাকুতি-মিনতির পরেই আমি এমনটি পারলাম যাতে তিনি কমপক্ষে সন্ন্যাসীদের জীবন রেহাই দেন।’

এ ভাববাণী থেওপ্রবুসের সামনে উচ্চারিত হয়েছিল, আর তাঁর মঠ যে সম্প্রতিকালে লোঙ্গবার্দদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছে [ক], আমরা নিজেরাই সেই ভাববাণীর

পূর্ণতা দেখেছি। সঙ্ঘের সকলেই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে এমনই একদিন রাতে বর্বররা এসে গোটা মঠ লুটপাট করল, কিন্তু একজন সন্ন্যাসীকেও গ্রেপ্তার করল না। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত দাস বেনেডিক্টকে দেওয়া তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। তিনি এমনটি হতে দিলেন যাতে বর্বররা মঠ ধ্বংস করে, কিন্তু ধর্মভাইদের প্রাণ রক্ষা করলেন। এখানে তুমি দেখতে পার কেমন করে ঈশ্বরের মানুষ সাধু পলের সদৃশ ছিলেন, কেননা সেই ঝড়ের দিনে যখন জাহাজ ও জাহাজের সমস্ত মাল ডুবে গেছিল, তখন তিনি এতেই সান্ত্বনা পেয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গী সকলেই ঝড়ের হাত থেকে তাঁর সঙ্গে রক্ষা পেয়েছিল [খ]।

১৮ আঙুররসের লুক্কায়িত পাত্র

এক্সিলারাতুস ছিল একজন রোমীয় লোক যে (যেমনটি তুমি জান) পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী হয়েছিল। একদিন তার মনিব তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মানুষের কাছে দু'টো আঙুররসের পাত্র পাঠিয়েছিলেন। অথচ সে সেই পাত্র দু'টো থেকে মাত্র একটা দিয়ে দিয়ে অপরটা পথিমধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট, যিনি অনুপস্থিত হলেও একটি মানুষের কাজকর্ম দেখতে পেতেন, সেই একটা পাত্রের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালেন, কিন্তু যখন সে যাওয়ার জন্য ফিরল, তখন তাকে তিনি সতর্ক করে বললেন, ‘সন্তান, সাবধান! যে পাত্রটা পথিমধ্যে তুমি লুকিয়ে রেখেছ, ওটা থেকে পান করো না। সতর্কতার সঙ্গে পাত্রটা কাত কর, আর তুমি দেখতে পাবে ওর ভিতরে কি আছে।’

এক্সিলারাতুস লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে বিদায় নিল এবং ঈশ্বরের মানুষের কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়ার জন্য সেই স্থানে গেল যেখানে সেই পাত্রটা লুকানো ছিল। যখনই সে সেই পাত্রটা কাত করল, তখনই একটা সাপ সেটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, আর তেমনটি দেখে নিজের অপকর্মের জন্য আতঙ্কিত হল।

১৯ বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করা রুমালগুলো

মঠ থেকে বেশি দূরে নয় এমন একটা গ্রাম ছিল যার বাসিন্দারা প্রায় সকলেই বেনেডিক্টের প্রচারে খ্রিষ্টিয়ান হয়েছিল: তিনি নিজে অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া থেকে তাদের সত্য বিশ্বাসে দীক্ষিত করেছিলেন। সেখানে কিছু সন্ন্যাসিনীও বাস করতেন, এবং ঈশ্বরের দাস বেনেডিক্ট আধ্যাত্মিক উপদেশ দেবার জন্য তাঁর একজন সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসিনীদের কাছে পাঠাতেন।

এধরনের একটা উপদেশ শেষে সন্ন্যাসিনীরা সে সন্ন্যাসীকে কয়েকটা রুমাল উপহার দিয়েছিলেন, যা তিনি গ্রহণ করে নিজের পোশাকে লুকিয়ে রাখলেন। মঠে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সন্ন্যাসী ঈশ্বরের মানুষের কাছ থেকে অধিক কঠোর ভর্ৎসনা পেলেন। সাধুজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তেমন দুষ্টবুদ্ধি কেমন করে তোমার মনের মধ্যে প্রবেশ করেছে?' সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে সন্ন্যাসী কিছুই বুঝতে পারলেন না কেন তিনি এই ভর্ৎসনা পাচ্ছেন, কারণ সে রুমালের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছিলেন। সাধুজী বলে চললেন, 'তুমি যখন সেই ঈশ্বরের সেবিকাদের কাছ থেকে রুমালগুলি গ্রহণ করে নিয়ে তা পোশাকে লুকিয়ে রাখছিলে, তখন কি আমি উপস্থিত ছিলাম না?' সঙ্গে সঙ্গেই সেই অপরাধী সন্ন্যাসী সাধুজীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, নিজ অপরাধ স্বীকার করলেন এবং যে উপহার গ্রহণ করেছিলেন তা ত্যাগ করলেন(ক)।

২০ গর্বিত সন্ন্যাসীর মন প্রকাশিত

একদিন যখন পূজনীয় পিতা সান্ধ্যভোজে বসে ছিলেন এমনটি ঘটল যে, একজন যুবক সন্ন্যাসী, যার বাবা উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা ছিলেন, সাধুজীর জন্য প্রদীপ ধরে রাখছিল, আর সে ঈশ্বরের মানুষের জন্য প্রদীপ ধরে রাখতে রাখতে গর্ব তার অন্তরকে আলোড়িত করতে লাগল। সে মনে মনে বলছিল, 'ইনি এমন কে যে যখন খাচ্ছেন তখন আমাকে তাঁর জন্য একটা প্রদীপ ধরে রাখতে হবে? আর আমি তাঁর সেবা করার জন্য কে?'

সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের মানুষ তার দিকে ফিরে তাকে খুবই কঠোর ভর্ৎসনা দিলেন এবং তাকে বললেন, 'ভাই, তোমার হৃদয়কে ক্রুশচিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর। তুমি কি বলছ? তোমার হৃদয়ে ক্রুশের চিহ্ন কর!' পরে, অন্যান্যদের একসঙ্গে ডেকে, তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রদীপ নিজ হাতে ধরে রাখতে বললেন, এবং সেই গজগজ করা ভাইকে একাকী হয়ে ও নিশ্চুপ হয়ে বসতে বললেন। পরে, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে কী ভুল করেছিল, তখন সেই ভাই বর্ণনা করল কেমন করে সে গর্বকে প্রশ্রয় দিয়েছিল ও ঈশ্বরের মানুষের প্রতি মনে মনে গজগজ করেছিল। এই ঘটনার ফলে ভাইয়েরা সকলেই বুঝতে পারলেন যে পূজনীয় বেনেডিক্টের কাছ থেকে কিছুই গোপন করে রাখা যাবে না, যেহেতু তিনি মুখে প্রকাশ না করা হৃদয়ের ভাবনা-চিন্তাও বুঝতে পারতেন।

২১ দু'শো বস্তা ময়দা অলৌকিকভাবে উপস্থিত

একদা দুর্ভিক্ষের সময়ে (ক) খাদ্যের কঠিন ঘাটতি কাম্পানিয়া অঞ্চলে খুবই কষ্টের কারণ হচ্ছিল। বেনেডিক্টের মঠগুলোতে ভাণ্ডারে শস্য একেবারে ফুরিয়ে গেছিল এবং প্রায় সব রুটিও শেষ হয়েছিল। বাস্তবিকই, খাওয়ার সময় এলে শুধুমাত্র পাঁচখানা রুটি পাওয়া গেল সমগ্র সঙ্ঘের সদস্যদের দেওয়ার জন্য। ভাইয়েরা যে কতই দুঃখিত ছিলেন, পূজনীয় পিতা তা লক্ষ করে ঈশ্বরের উপর তাঁদের এতই অল্প বিশ্বাসের জন্য মৃদুভাবে ভর্ৎসনা দিলেন এবং একই সময়ে সান্ত্বনাপূর্ণ এক বাণী দ্বারা তাঁদের ভেঙে পড়া হৃদয়কে

জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'রুটি না থাকায় তোমরা এতই হতাশাগ্রস্ত কেন? আজ শুধু অল্প পরিমাণ রুটি আছে, তাতে কি? আগামীকাল তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্তই খেতে পাবে।'

পরবর্তী দিন দু'শো বস্তা ময়দা মঠের প্রবেশদ্বারে পাওয়া গেল, কিন্তু কেউই আবিষ্কার করতে পারল না সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই ময়দার বস্তাগুলো সেখানে নিয়ে আসতে কাকে ব্যবহার করেছিলেন। তেমনটি দেখে সন্ন্যাসীরা কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হলেন এবং এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে এটাও শিখলেন যে, অভাবের শেষ মুহূর্তেও ঈশ্বরের দয়াময় মঙ্গলময়তার উপর বিশ্বাস হারানো তাঁদের উচিত নয়।

পিতর

তবে আমাদের কি ধরে নিতে হবে যে, ঈশ্বরের দাসের কাছে নবীয় প্রেরণা সর্বদাই উপস্থিত থাকত, নাকি তিনি তা পেতেন শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে?

গ্রেগরি

পিতর, নবীয় প্রেরণা নবীদের মনকে সর্বদাই আলোকিত করে এমন নয়। আমরা পবিত্র শাস্ত্রে পড়ি যে পবিত্র আত্মা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যান [(খ)]; আমাদের এটাও বোঝা উচিত যে, তিনি তখনই বয়ে যান যখন বইতে ইচ্ছা করেন। উদাহরণ স্বরূপ, যখন রাজা দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করতে পারেন কিনা, তখন নবী নাথান সম্মতি জানালেন, কিন্তু পরবর্তীতে নবী তাঁর সে সম্মতি প্রত্যাহার করলেন [(গ)]। এলিশেয়ও একদিন একজন মহিলাকে ক্রোন্দনরত অবস্থায় পেয়েছিলেন কিন্তু জানতেন না তার দুঃখের কারণ কি। আর এইজন্য, তাঁর দাস এতে হস্তক্ষেপ করলে তিনি তাকে বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও, তার প্রাণ শোকে অবসন্ন, আর প্রভু ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, আমাকে কিছুই জানাননি।'[(ঘ)]

এসব কিছু হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অসীম প্রজ্ঞা ও ভালবাসার প্রতিবিম্ব। ওইসব মানুষকে নবীয় প্রেরণা দান করায় ঈশ্বর তাঁদের মনকে পৃথিবীর উপরে রাখেন, এবং প্রেরণাটা ফিরিয়ে নিয়ে তিনি তাঁদের বিনম্রতা রক্ষা করেন। যখন সেই নবীয় প্রেরণা সেই সকল মানুষের সঙ্গে থাকে, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন ঈশ্বরের দয়ায় তাঁরা যে কী। যখন সেই নবীয় প্রেরণা তাঁদের ত্যাগ করে, তখন তাঁরা আবিষ্কার করেন তাঁরা নিজে থেকে যে কী।

পিতর

এই যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের পর আর সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, আপনি যা বলেছেন তা সত্যাশ্রয়ী। যদি পূজনীয় পিতা বেনেডিক্টের আর কোন আশ্চর্য ঘটনা আপনার স্মরণে থাকে, দয়া করে এখন আপনার বর্ণনা চালিয়ে যান।

২২ সন্ন্যাসীদের কাছে মঠ-নির্মাণ সংক্রান্ত দর্শনদান

গ্রেগরি

একজন কাথলিক খ্রিষ্টভক্ত একদা ধন্য বেনেডিক্টকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন তেরাচিনায় (ক) তার জমিজমার উপরে একটা মঠ স্থাপন করেন। ঈশ্বরের দাস তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে একমত হলেন, পরে এই বিশেষ কাজের জন্য তাঁর সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের একজনকে মঠের পিতা পদে এবং আর একজনকে তাঁর সহকারী পদে নিযুক্ত করলেন। ভাইয়েরা সেখানে যাওয়ার আগে তিনি একটা দিন নির্দিষ্ট করলেন, যে দিনে নিজেই আসবেন দেখিয়ে দিতে কোথায় তাঁরা প্রার্থনালয়, খাওয়ার ঘর ও অতিথিদের জন্য ঘর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘর নির্মাণ করবেন। তারপর তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন।

তেরাচিনায় পৌঁছানোর পর তাঁরা সেই দিনটির জন্য অধিক প্রত্যাশার সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে দিনটি সাধুজী নির্দিষ্ট করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য, এবং যে সন্ন্যাসী ভাইয়েরা সাধুজীর সঙ্গে আসবেন, তাঁদেরও সুন্দরভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। সেই নির্দিষ্ট দিনে, ভোরের আগে, প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট সেখানকার নব-নিযুক্ত পিতার কাছে ও তাঁর অধ্যক্ষেরও কাছে স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন এবং সঠিকভাবে দেখিয়ে দিলেন মঠের এক একটা অংশ কোথায় নির্মিত হওয়ার কথা। সকালে তাঁরা একে অন্যকে বললেন স্বপ্নে তাঁরা কি দেখেছিলেন, কিন্তু এই দর্শনে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন না করে তাঁরা বরং প্রতিশ্রুত দেখা-সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করে থাকলেন। যখন পুরো দিনটি চলে গেল ঈশ্বরের মানুষের কাছ থেকে কোন কথা ছাড়াই, তাঁরা বিষণ্ন মনে তাঁর কাছে ফিরে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'পিতা, আমরা অপেক্ষা করছিলাম আপনি যেমনটি আমাদের নিশ্চিত করেছিলেন, সেই অনুসারে এসে আমাদের দেখাবেন কোথায় কোথায় নির্মাণ করতে হবে, কিন্তু আপনি আসেননি।'

তিনি বললেন, 'তোমরা কী বলতে চাও? যেমনটি আমি কথা দিয়েছিলাম, তেমনটি কি আসিনি?'

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কখন এলেন?'

তিনি বললেন, 'তোমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলে, তখন আমি তোমাদের দু'জনের কাছে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তোমাদের কি নির্দিষ্ট করে দিইনি কোথায় কোথায় ঘরগুলো স্থাপন করার কথা? এখন ফিরে যাও, এবং দর্শনে যেমনটি তোমাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনটি নির্মাণ কর।'

তাঁরা বিস্মিত হয়ে তেরাচিনায় ফিরে গেলেন, এবং সাধুজী যেমনটি নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেই অনুসারেই মঠটি নির্মাণ করলেন।

পিতর

আমি আশা করি আপনি আমাকে বোঝাবেন সাধুজী কিভাবে অতদূরে যাত্রা করে দর্শনযোগে সেই সন্ন্যাসীদের এমন নির্দেশনা দিতে পারলেন যা তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায়ই শুনতে ও বুঝতে পেরেছিলেন।

গ্রেগরি

পিতর, এই ঘটনার মধ্যে এমন কী আছে যা তোমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে? সকলেই জানে যে শরীরের চেয়ে আত্মাই অধিক চলনশীল। তথাপি শাস্ত্রের সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করে আমরা জানি যে, নবী হাবাকুক যাতে নবী দানিয়েলের সান্ধ্যভোজের অংশী হতে পারেন তাঁকে এক নিমেষেই যুদেয়া থেকে কাল্দিয়ায় তুলে নেওয়া হয়েছিল, আর হঠাৎ আবার দেখলেন তিনি পুনরায় যুদেয়ায় আছেন [খ]। যখন নবী হাবাকুক সেই নবীর কাছে খাবার নিয়ে যাবার জন্য মুহূর্তের মধ্যেই এত দূরত্ব পূর্ণ করতে পারলেন, তখন এটা কি গ্রহণযোগ্য নয় যে, পিতা বেনেডিক্ট আত্মায় তাঁর ঘুমন্ত ভাইদের কাছে যেতে পেরেছিলেন সেই প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে? যেমন সেই নবী শরীরের জন্য খাবার নিয়ে স্বশরীরে গিয়েছিলেন, তেমনি ধন্য বেনেডিক্ট মানবাত্মার জীবন উদ্দীপিত করার জন্য আত্মায়ই এসেছিলেন।

পিতর

আপনার এই ব্যাখ্যা আমার যত সন্দেহ মুছে দিয়েছে। এবার আপনি আমাকে কি বলতে পারবেন তাঁর প্রত্যেক দিনের কথাবার্তায় সাধুজী কেমন ছিলেন?

২৩ সমাধিস্থ দুই সন্ন্যাসিনীকে ক্ষমাদান

গ্রেগরি

পিতর, সাধুজী যা যা বলতেন, তার প্রতিটি কথায়ই বিস্ময়কর কিছু না কিছুই পাওয়া যেতে পারত, এবং তাঁর কথাগুলো কখনও বিফল হয়নি যেহেতু তাঁর অন্তর ঈশ্বরে স্থিতমূল ছিল। এমনকি, তিনি সাধারণ একটা হুমকি উচ্চারণ করলে, সেই হুমকি অনির্দিষ্ট ও শর্তসাপেক্ষ হলেও বিচারকের একটা চূড়ান্ত রায়ের মতই কার্যকর ছিল।

মঠ থেকে কিছু দূরে দু'জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা তাঁদের নিজেদের বাড়িতেই সন্ন্যাসজীবন পালন করতেন। ঈশ্বরসম্ভ্রমী একজন লোক দয়ার খাতিরে বাইরে থেকে তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তা এনে দিত। দুর্ভাগ্যবসত, অনেক সময় যেমনটি ঘটে, তেমনটি তাঁদের বেলায়ও তাঁদের স্বভাব তাঁদের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মর্যাদার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, এবং তাঁরা নিজেদের সেই পূর্বের মর্যাদা সম্পর্কে এতই সচেতন ছিলেন যে, অন্যান্যদের প্রতি প্রকৃত বিনম্রতা অনুশীলন করতে পারতেন না। এমনকি ধর্মীয় জীবনের সংযমী প্রভাবের মধ্য দিয়েও তাঁরা শিখতে পারেননি কিভাবে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, ফলে ঈশ্বরসম্ভ্রমী সেই ভাল লোকটি যে এতই বিশ্বস্তভাবে তাঁদের সেবা করে আসছিল, তাঁদের কঠোর সমালোচনামূলক কথাবার্তায় সেও প্রায়ই উত্তেজিত হত। দীর্ঘসময় ধরে তাঁদের অপমানকর ব্যবহার সহ্য করার পর সে ঈশ্বরের মানুষের কাছে গেল এবং সেই দুই সন্ন্যাসিনী যে কেমন অবিবেচক সে সম্পর্কে তাঁকে বলল। ঈশ্বরের মানুষ দেরি না করে তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে তাঁদের তীক্ষ্ণ জিহ্বাকে সংযত করতে বললেন এবং এটাও বললেন যে, তাঁরা নিজেদের সংশোধন না করলে, তবে তিনি তাঁদের মণ্ডলীচ্যুত করতে বাধ্য হবেন। তিনি তো তাঁদের মণ্ডলীচ্যুত করার চূড়ান্ত রায় উচ্চারণ করেননি, মাত্র একটা হুমকিই দিয়েছিলেন।

এরপর, অল্প সময়ের মধ্যে সেই দুই সন্ন্যাসিনী কোন সংশোধনের চিহ্ন না দেখিয়ে মারা গেলেন, এবং দু'জনকেই ধর্মপল্লির গির্জায় সমাধি দেওয়া হল। যখন মিসা উৎসর্গ করা হত, তাঁদের বৃদ্ধা দাইমা (সে তো তাঁদের আত্মার মঙ্গলের জন্য রীতিমত

একটি অর্ঘ্য নিবেদন করত) লক্ষ করত যে, পরিসেবক যখনই ‘মণ্ডলীচ্যুত যারা, তারা এখন গির্জা ত্যাগ করুক’ কথাটা উচ্চারণ করতেন [ক], তখনই সন্ন্যাসিনীরা তাঁদের কবর থেকে উঠতেন এবং বাইরে চলে যেতেন। এ ঘটনা পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকল, যেপর্যন্ত একদিন তার মনে পড়ল সেই সাবধান বাণী যা তাঁরা জীবিত থাকতে ঈশ্বরের মানুষ তাঁদের উদ্দেশ করে উচ্চারণ করেছিলেন; সেসময় তিনি হুমকি দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি তাঁরা রুক্ষ কথা বলে চলেন তবে তিনি তাঁদের মণ্ডলীচ্যুত করবেন।

দুঃখে ভারাক্রান্ত সেই দাইমা সেখানে যা ঘটছিল তা ঈশ্বরের দাসকে বলে পাঠালেন। তিনি সংবাদদাতাকে একটি অর্ঘ্য সঙ্গে করে সেই দাইমার কাছে ফিরে পাঠালেন, এবং তাকে বলে দিলেন যে, ‘এমনটি কর যাতে এই অর্ঘ্য পবিত্র যজ্ঞের সময়ে তাদের আত্মাদের মঙ্গলের জন্য নিবেদন করা হয়, তবেই তারা মণ্ডলীচ্যুত অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে।’ অর্ঘ্যটা নিবেদন করা হল এবং এর পর থেকে পরিসেবকের সেই যে আদেশ মণ্ডলীচ্যুতদের জন্য ছিল, সেই আদেশের পরে সেই দু’জন সন্ন্যাসিনীকে আর গির্জা ত্যাগ করতে দেখা যায়নি। এতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রভুর দাসের প্রার্থনার ফলেই তাঁরা প্রভুর সহভাগিতায় যুক্ত হবার অনুগ্রহ পেয়েছিলেন।

পিতর

যে যে আত্মা ঈশ্বরের অদৃশ্য বিচারালয়ে বিচারিত হয়ে গেছিল, সেই আত্মাগুলো যে ক্ষমা পেয়েছিল এমন মানুষেরই দ্বারা যে মানুষ পবিত্র ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েও তবু মরণশীল দেহে জীবনযাপন করছিলেন, এটা কি অসাধারণ নয়?

গ্রেগরি

প্রেরিতদূত পিতরের কথা কি তোমার মনে নেই? যখন তিনি একথা শুনেছিলেন, ‘স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব; পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে’[খ], তিনি কি তখন দেহগতভাবেই বাস করছিলেন না? বিশ্বাস ও নীতি ক্ষেত্রে যাঁরা খ্রিষ্টমণ্ডলীকে

পরিচালনা করেন, তাঁরা সকলেই মুক্ত করা ও বেঁধে দেওয়ার সেই একই অধিকার অনুশীলন করেন যা পিতর পেয়েছিলেন। বাস্তবিকই স্বর্গ থেকে এই মর্তে নেমে আসার স্রষ্টার প্রকৃত সঙ্কল্পই, তিনি যেন মর্ত মানুষকে তেমন স্বর্গীয় অধিকার মঞ্জুর করতে পারেন। যখন ঈশ্বর মানুষের খাতিরে দেহমাংস গড়লেন, ঠিক সে সময়েই সেই দেহমাংস নিজে থেকে অযোগ্য হলেও তবু আত্মাগুলোর উপরেও বিচারাসনে বসে থাকার সেই অধিকার পেয়েছিল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে আমাদের অসহায়তার অতলান্ত পর্যায়ে নেমে এলেন, তা-ই আমাদের দুর্বলতাকে তেমন ঊর্ধ্বতম পর্যায়ে উন্নীত করল।

পিতর

এই অপরূপ কর্মকীর্তির সঙ্গে সুন্দরতম আপনার এই বাণীর মিল সত্যিই অনস্বীকার্য।

২৪ মৃত যুবক সন্ন্যাসীকে পুনর্জীবনদান

গ্রেগরি

পিতামাতার প্রতি বেশিই আসক্ত এমন একজন যুবক সন্ন্যাসী একদিন আব্বার আশীর্বাদ যাচনা না করেই মঠ ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়িতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তিনি মারা গেলেন। তাঁকে সমাধিস্থ করার পরের দিন তাঁর দেহ সমাধিস্থানের বাইরে পাওয়া গেল। তাঁর পিতামাতা তাঁকে পুনরায় সমাধিস্থ করালেন, কিন্তু পর দিনই তাঁর দেহকে আগের মতই অসমাধিস্থ পেলেন। বিষণ্ন মনে তাঁরা পিতা বেনেডিক্টের কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন, তাঁদের ছেলে যে ভুল করেছিল তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন। তাঁদের অশ্রুজলে দয়ায় বিগলিত হয়ে ঈশ্বরের মানুষ নিজ হাতে তাঁদের একটা পবিত্র রুটি দিয়ে বললেন, ‘যখন তোমরা সেখানে ফিরে যাবে, তখন এই পবিত্র রুটিখানা তাঁর বুকের উপর রাখ এবং তাঁকে আবার সমাধিস্থ কর।’[ক] তাঁরা তাই

করলেন, এবং সেইদিন থেকে তাঁর দেহ আর কোন সমস্যা ভোগ না করে মাটির গর্তে স্থির থাকল।

পিতর, এখন তুমি বুঝতে পার এই ব্যক্তি প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে কেমন প্রীতিকর ছিলেন। মাটি পর্যন্তও সেই যুবক সন্ন্যাসীর দেহকে নিজ বুকে রাখতে অসম্মত হল যতসময় না তিনি বেনেডিক্টের সঙ্গে শান্তির বন্ধনে পুনর্মিলিত হলেন।

পিতর

আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি আমি বুঝতে পারি। এ সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার।

২৫ মঠত্যাগী সন্ন্যাসী এবং নাগদানব

গ্রেগরি

ধন্য বেনেডিক্টের একজন অস্থিরমনা সন্ন্যাসী স্থির করেছিলেন তিনি মঠ ত্যাগ করবেন। ঈশ্বরের মানুষ বারে বারে তাঁকে বললেন তাঁর সিদ্ধান্ত কতই না ভুলজনিত এবং তাঁকে যথেষ্ট যুক্তিও দেখাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন লাভ হল না। সে সন্ন্যাসী জেদি হয়ে মঠ থেকে চলে যাওয়ার দাবি দৃঢ়ভাবে করতে থাকলেন। আর পূজনীয় পিতা ধৈর্য হারিয়ে অবশেষে তাঁকে চলে যেতে বললেন।

প্রায়ই তিনি মঠের প্রাঙ্গণ ত্যাগ করছেন এমন সময় ভয়ে অভিভূত হয়ে লক্ষ করলেন একটা

নাগদানব মুখ হা করে তাঁর পথ বন্ধ করে রেখেছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমাকে সাহায্য কর, আমাকে সাহায্য কর, নইলে নাগদানবটা আমাকে গ্রাস করবে।' ভাইয়েরা তাঁকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে এলেন, কিন্তু নাগদানবের মত কিছুই দেখতে পেলেন না। তখনও প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি আনন্দের আতিশয্যে তাঁদের সঙ্গে আবার মঠে ফিরে গেলেন। একবার মঠের প্রাচীরের মধ্যে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনও মঠ ত্যাগ করবেন না। আর এবার তিনি নিজের কথা রক্ষা করলেন, কেননা যে অদৃশ্যময় নাগদানব তাঁকে ভ্রান্তপথে চালিত করতে চাচ্ছিল, সাধুজীর প্রার্থনাই তাঁকে তা স্বচক্ষে দেখতে সক্ষম করেছিল [ক]।

২৬ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত দাসকে সুস্থতাদান

আমাকে এখন তোমাকে এমন একটা ঘটনা বলতে হবে যে ঘটনা আমি বিশিষ্ট আন্তনির কাছে শুনেছি। তাঁর বাবার একজন দাস কঠিন ধরনের কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে তার চুল সব উঠে গেছিল এবং গায়ের চামড়া কড়া হতে ও ফুলতে শুরু করেছিল। এই মারাত্মক রোগের বৃদ্ধি ছিল সুস্পষ্ট। এই অবস্থায় তাকে ঈশ্বরের মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছিল, আর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তার আগেকার শারীরিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে সুস্থ করলেন।

২৭ ঋণগ্রস্ত কৃষকের অলৌকিক ঋণ-পরিশোধ

ধন্য বেনেডিক্টের শিষ্য পেরেগ্রিনুস এমন একজন কাথলিক খ্রিষ্টভক্তের কথা বলেন, যে বড় ঋণগ্রস্ত হলে মনে করেছিল তার একমাত্র আশাই ছিল তার সকল দুর্ভাগ্যের কথা সে ঈশ্বরের মানুষের কাছে ব্যক্ত করবে। তাই সে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দাসের কাছে গিয়ে তাঁর কাছে খুলে বলল যে সে একজনের কাছ থেকে বারোটি সোনার মোহর ধার করেছিল, এবং ঋণদাতা এখন তাকে খুবই বিরক্ত করছিল।

পূজনীয় পিতা উত্তরে বললেন, 'আমি খুবই দুঃখিত, আমার কাছে এত টাকা নেই।' পরে, বেচারা লোকটাকে তার শোচনীয় অবস্থায় সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলে চললেন, 'আমি আজকের মত তোমাকে কিছুই দিতে পারব না, কিন্তু আগামীকালের পরের দিন তুমি আবার এসো।'

ইতিমধ্যে সাধুজী রীতিমত ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলেন। যখন সেই ঋণগ্রস্ত মানুষ সাধুজীর কাছে ফিরে এল, তখন সন্ন্যাসীরা অবাক হলেন, কেননা শস্যদানায় ভরা এক বাক্সের উপরে তাঁরা তেরোটি সোনার মোহর পেলেন। ঈশ্বরের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে আদেশ করলেন যেন সেই টাকাগুলো বাক্সের উপর থেকে তুলে নেওয়া হয়। এবং লোকটাকে বললেন, 'এই যে, এটা নাও। এগুলোর বারোটা তোমার ঋণদাতার পাওনা পরিশোধের জন্য ব্যবহার কর, অপর একটা নিজের জন্য রেখে দাও।'

আমি এখন অন্যান্য ঘটনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করি, যে ঘটনাগুলো আমি জানতে পেরেছিলাম সাধুজীর সেই চারজন শিষ্যের কাছ থেকে যাঁদের কথা এই বইয়ের প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হয়েছিল।

একজন লোক ছিল যার মন হিংসায় এতই তিক্ত হয়েছিল যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানীয়তে গোপনে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করবে বলে স্থির করেছিল। যদিও সেই বিষ তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু ঘটায়নি, তবুও তার শরীরে কুষ্ঠের মত দেখতে কতগুলো দাগ সৃষ্টি করল যা সেই হতভাগার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। তেমন অবস্থায়ই তাকে প্রভুভক্ত বেনেডিক্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, এবং তিনি নিজের হাতের স্পর্শেই তাকে সারিয়ে তুললেন ও তাকে সুস্থ শরীরে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

২৮ শৈলের উপর ফেলানো কাচের পাত্র

কাম্পানিয়া অঞ্চল যতদিন দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল (ক), ততদিন ধরে ঈশ্বরের মানুষ তাঁর মঠের পণ্যভাণ্ডারে যে খাদ্য ও অন্যান্য যা কিছু ছিল তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করতে থাকলেন যেপর্যন্ত ভাণ্ডারে শুধুমাত্র এক পাত্রের

মধ্যে সামান্য তেল ছাড়া আর কিছুই রইল না। একদিন আগাপিতুস নামে একজন উপপরিসেবক কিছুটা তেল চাইতে এলে প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট আদেশ দিলেন যেন যে সামান্যটুকু তেল বাকি রয়ে গেছিল তা তাঁকে দেওয়া হয়, কেননা তিনি চাচ্ছিলেন সবকিছুই গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হোক যাতে স্বর্গেই সম্পদ জমিয়ে রাখা হয় [খ]।

ভান্ডাররক্ষক আদেশটা শুনলেন, কিন্তু তা পালন করলেন না। কিছু সময় পরে ধন্য বেনেডিক্ট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি আগাপিতুসকে সে তেল দিয়েছেন কিনা। উত্তরে তিনি বললেন, 'না, আমি দিইনি। যদি আমি দিয়ে দিতাম তাহলে সঙ্ঘের জন্য কিছুই থাকত না।' তেমন উত্তর শুনে ঈশ্বরের মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, কেননা তিনি আদৌ চাইতেন না যে অবাধ্যতার দরুন মঠের মধ্যে কিছুই থেকে যাবে। তাই তিনি অন্য একজন সন্ন্যাসীকে তেলের পাত্রটা নিতে ও জানালা দিয়ে ফেলে দিতে বললেন। এবার তাঁর আদেশ মান্য করা হল।

যদিও সে কাচের পাত্রটা জানালার সামান্য নিচের একটা অসমান শৈলের গা আঘাত করল, পাত্রটা অক্ষত অবস্থায় থাকল কেমন যেন সেটাকে ফেলানো হয়নি। পাত্রটা তখনও অভগ্ন অবস্থায় ছিল, এবং তার ভিতরের তেল ছিটকে পড়েনি। তখন প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট পাত্রটা সেখান থেকে আনালেন যাতে সেই উপপরিসেবককে দেওয়া হয়। পরে তিনি সঙ্ঘের সকলকে ডাকিয়ে তাঁদের সামনে সেই অবাধ্য সন্ন্যাসীকে তাঁর গর্ব ও অল্প বিশ্বাসের জন্য ভর্ৎসনা দিলেন।

২৯ তেল সংক্রান্ত অলৌকিক কাজ

তারপর সাধুজী ভাইদের সঙ্গে প্রার্থনার জন্য জানুপাত করলেন। যেখানে তাঁরা জানুপাত করে ছিলেন, সে কক্ষে ঢাকনা দিয়ে আটকানো একটা খালি তেলের ব্যারেল ছিল। তিনি প্রার্থনা করতে করতে ব্যারেলটি ক্রমে ক্রমে তেলে ভরে উঠতে লাগল এবং ঢাকনাটা তেলের উপরে ভাসতে লাগল। পর মুহূর্তে ব্যারেলটির গা বেয়ে তেল পড়ছিল এবং মেঝে তেলে পূর্ণ হচ্ছিল। যখন ঈশ্বরের দাস বেনেডিক্ট এবিষয়ে সচেতন হলেন, তখনই প্রার্থনা বন্ধ করলেন আর তাতে তেল পড়াও বন্ধ হল। আর যে সন্ন্যাসী অবাধ্যতা

দেখিয়েছিলেন এবং যাঁর অল্প আস্থা ছিল, তাঁর দিকে ফিরে সাধুজী তাঁকে সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন যেন বিশ্বাসে ও বিনম্রতায় অগ্রসর হতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

এই ভর্ৎসনাটিতে ভাণ্ডাররক্ষক লজ্জায় পূর্ণ হলেন। তাঁকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার জন্য আহ্বান করা ছাড়া পূজনীয় পিতা তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবেই এও দেখিয়েছিলেন যে, আস্থা কেমন অসাধারণ প্রভাবের অধিকারী। ভবিষ্যতে তাঁর কোন প্রতিশ্রুতি কেবা সন্দেহ করবে? যে অল্প তেল পাত্রে অবশিষ্ট ছিল, তিনি কি এক মুহূর্তেই তার বদলে উপচে পড়া এক ব্যারেল তেলে ভরিয়ে দিয়েছিলেন না?

৩০ শয়তান থেকে সন্ন্যাসীর মুক্তিলাভ

একদিন পাহাড়ের সর্বোচ্চে অবস্থিত সাধু যোহনের প্রার্থনাগৃহে যাওয়ার পথে মানবজাতির সেই আদিম শত্রুর সঙ্গে ধন্য বেনেডিক্টের সাক্ষাৎ হল; শত্রুটা একজন পশুচিকিৎসকের ছদ্মবেশে দেখা দিচ্ছিল: তার হাতে ঔষধের শিঙা ও ত্রিশূল।

সাধুজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় যাচ্ছ?’

সে অবজ্ঞার সঙ্গে উত্তর দিল, ‘তোমার ভাইদের কাছে কিছু ঔষধ নিয়ে যাচ্ছি।’

পূজনীয় পিতা বেনেডিক্ট পথ চলতে থাকলেন এবং প্রার্থনা শেষে দ্রুত ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ একজন সন্ন্যাসী জল তুলতে তুলতেই অপদূতটা তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে তাঁকে তীব্রতম কাঁপুনির মাধ্যমে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছিল। যখন ঈশ্বরের মানুষ তাঁর সেই বৃদ্ধ ভাইকে তেমন তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত দেখতে পেলেন, তিনি এমনি তাঁর গালে চড় মারলেন; তাতে অপদূতটা তৎক্ষণাৎ চলে গেল আর কখনও ফিরে আসেনি।

পিতর

আমি জানতে ইচ্ছা করি যদি কিনা তিনি সর্বদাই এই সকল আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারতেন তাঁর একনিষ্ঠ প্রার্থনার মাধ্যমে। তিনি কি কখনও নিজের মনোবলে কিছু সাধন করতে পেরেছিলেন?

গ্রেগরি

পিতর, যাঁরা ভক্তিভরে ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, তাঁদের বেলায় এটি প্রায়ই সাধারণ যে, তাঁরা উভয়ভাবেই অর্থাৎ অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে, হয় তাঁদের নিজেদের প্রার্থনার মাধ্যমে, না হয় তাঁদের নিজেদের স্বীয় ক্ষমতাবলে আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারেন। যখন আমরা সাধু যোহনে পড়ি যে, 'যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন'[ক], তখন আমরা কেন এত বিস্মিত হব যদি সেই সকলে যারা ঈশ্বরের সন্তান তারা চিহ্নকর্ম ও আশ্চর্য কাজ সাধন করার জন্য সেই শক্তি ব্যবহার করে? তুমি যেভাবে মন্তব্য করেছ, সাধু ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহেই উভয়ভাবে আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারেন, যেমনটি এবিষয় থেকে স্পষ্ট যে, সাধু পিতর তাবিথাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তার উপর প্রার্থনা ক'রে, আবার সামান্য ভর্ৎসনার মাধ্যমে আনানিয়াস ও সাফিরার মিথ্যার জন্য তাদের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন [খ]। শাস্ত্র তো একথা বলে না যে, তিনি তাদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু এ শুধুমাত্র বলে যে, তারা যে অপরাধ করেছিল তিনি সেই অপরাধের জন্য তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। সুতরাং, যখন সাধু পিতর প্রার্থনার মাধ্যমে জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন এবং ভর্ৎসনা দ্বারা মৃত্যু ঘটাতে পারতেন, তখন কোন্ ভিত্তিতে একজন সন্দেহ করবে যে, সাধু ব্যক্তিরা তাঁদের নিজেদের ক্ষমতাবলে আবার প্রার্থনার মাধ্যমেও আশ্চর্য কাজ করতে পারেন?

আমি এখন ঈশ্বরের সেই বিশ্বস্ত দাস বেনেডিক্টের জীবনের দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। প্রথম বিষয় দেখাবে তাঁর প্রার্থনার কার্যকারিতা, অপর বিষয় দেখাবে সেই নানা বিস্ময়কর গুণাবলি যা ঈশ্বর তাঁকে মঞ্জুর করেছিলেন।

৩১ আটক কৃষককে অলৌকিক মুক্তিদান

তোতিলা রাজার সময়ে, আরীয় ভ্রান্তমতের অনুসারী একটা গোৎ জাতীয় লোক যার নাম জাল্লা সর্বজায়গায় ভক্তিমনা কাথলিকদের তীব্রতম নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই নির্যাতন করছিল। যত সন্ন্যাসী বা পুরোহিত তার হাতে পড়েছিলেন তাঁদের একজনও জীবিত অবস্থায় ফেরেননি। তার এই নির্মম বর্বরতা ও লোভের বসবর্তী হয়ে সে একদিন একজন কৃষককে কশাঘাত ও নির্যাতন করছিল, কারণ সে কৃষকের টাকার পিছনে ছিল। এই নির্যাতন আর সহ্য করতে না পেরে সেই অসহায় কৃষক নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য জাল্লাকে বলল যে, তার সকল টাকা ঈশ্বরের দাস বেনেডিক্টের কাছে রাখা আছে। তার একমাত্র আশা ছিল, তার নির্যাতনকারী তার কথা বিশ্বাস করবে এবং তার নিষ্ঠুরতা বন্ধ করবে। কথাটা শোনামাত্র জাল্লা কৃষককে মারা বন্ধ করল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দু'হাত ভারী দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। পরে ঘোড়ার পিঠে উঠে সে সেই কৃষককে তার আগে আগে হেঁটে চলতে ও যাঁর কাছে টাকা রাখা ছিল সেই বেনেডিক্টের কাছে যাওয়ার পথ দেখাতে বাধ্য করল।

জাল্লাকে মঠে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অসহায় বন্দি সেই কৃষকের অন্যকিছু করার ছিল না। সেখানে গিয়ে পৌঁছলে তারা সাধুজীকে প্রবেশদ্বারে একা বাইবেল পড়া অবস্থায় বসা দেখতে পেল। কৃষক তখন তার পিছনের সেই ক্রুদ্ধ গোৎকে বলল, 'ইনিই সেই পিতা বেনেডিক্ট যাঁর কথা বলছিলাম।'

সাধুজীও যে অন্যান্যদের মত সাথে সাথে ভীত-সন্ত্রস্ত হবেন তা-ই মনে করে জাল্লা তীক্ষ্ণ ও ঘৃণাভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে কঠোর স্বরে বলল, 'ওঠ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? উঠে আস এবং এই লোক তোমার কাছে যে টাকা রেখেছিল তা ফিরিয়ে দাও!' তার সেই রাগান্বিত কণ্ঠে ঈশ্বরের মানুষ তাঁর পড়া থেকে ফিরে তাকালেন এবং জাল্লার দিকে তাকাতে তাকাতে দু'হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা কৃষককে লক্ষ করলেন। যখন তাঁর চোখে সেই দড়ি পড়ল যা দিয়ে কৃষকের হাত দু'টো বাঁধা ছিল, দড়িটা আশ্চর্যভাবে মাটিতে ছিঁড়ে পড়ল। কোন মানুষের হাত এত দ্রুত বাঁধন খুলে দিতে পারত না।

যে লুক্কায়িত শক্তি তার আটক লোকটাকে মুক্ত করল, সেই শক্তিতে হতভম্ব হয়ে জাল্লা কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গাড়ল এবং তার জেদি ও নিষ্ঠুর মাথা সাধুজীর পায়ে নত করে তাঁর প্রার্থনা ভিক্ষা করল। আসন থেকে না উঠে সাধুজী তাঁর সন্ন্যাসীদের ডাকলেন এবং তাঁদের জাল্লাকে ভিতরে খাবার ও পানীয়েরও জন্য নিয়ে যেতে বললেন। পরে তিনি তাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন যেন তার সেই হৃদয়হীন অত্যাচার বন্ধ করে দেয়। জাল্লা সেখান থেকে যথেষ্ট নম্রতার সঙ্গেই চলে গেল, এবং প্রভুভক্ত বেনেডিক্টের কেবল এক দৃষ্টিপাতেই যার হাত দু'টো মুক্ত করা হয়েছিল, সেই কৃষকের কাছে সে আর কিছুই দাবি করল না।

তাই, পিতর, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তা সত্য। যাঁরা সর্বান্তঃকরণে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের নিবেদন করেন, তাঁরা কখনও কখনও নিজেদের ক্ষমতাবলেই আশ্চর্য কাজ সাধন করে থাকেন। ধন্য বেনেডিক্ট আসন না ছেড়েও সেই উগ্র গোতের রোষ প্রশমিত করলেন এবং যে কড়া দড়ি সেই নিরপরাধী মানুষের হাত দু'টো বেঁধে রাখত, শুধু এক দৃষ্টিপাতেই তিনি সেই বাঁধন খুলে দিলেন। তিনি যে এত দ্রুতবেগে সেই আশ্চর্য কাজটি সম্পাদন করেছিলেন, তা যথার্থই প্রমাণ করে যে তিনি তা করেছিলেন তাঁর নিজের ক্ষমতাবলে।

আর এই যে আর একটি স্মরণীয় আশ্চর্য কাজ যা ঘটেছিল তাঁর প্রার্থনার ফলে।

৩২ মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবনদান

একদিন তিনি তাঁর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মাঠে কাজ করছিলেন, এমন সময় একজন কৃষক তার নিজের মৃত ছেলেকে বাহুতে করে মঠে নিয়ে এল। তার হারানো ছেলের বেদনায় হৃদয়ে মর্মাহত হয়ে সে পিতা বেনেডিক্টকে দেখবার জন্য আবেদন জানাল, এবং তিনি মাঠে কাজ করছেন তা জানতে পেরে সে মৃতদেহটাকে মঠের প্রবেশদ্বারে রেখে দ্রুতবেগে ছুটে পূজনীয় পিতাকে মাঠে খোঁজ করতে গেল। সেসময়ে ঈশ্বরের মানুষ ভ্রাতাদের সঙ্গে মাঠ থেকে ফিরে আসছিলেন; যেইমাত্র তাঁকে দেখতে পেল কৃষকটি চিৎকার করে বলল, 'আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন! আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন!'

সেই চিৎকার শুনে ঈশ্বরের মানুষ থামলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি কখনও তোমার ছেলেকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি?'

মৃত ছেলের বাবা শুধুমাত্র এই উত্তর দিল, 'আসুন, সে মারা গেছে! তাকে জীবন ফিরিয়ে দিন।'

তার এ কথায় গভীরভাবে ব্যথিত হয়ে ঈশ্বরের দাস তাঁর শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন, 'দাঁড়াও ভাইয়েরা, দাঁড়াও! এই ধরনের আশ্চর্য কাজ আমাদের ক্ষমতার বাইরে। কেবল পবিত্র প্রেরিতদূতেরাই তেমন ক্ষমতার অধিকারী (ক)। আমাদের পক্ষে যে যে বোঝা বহন করা সম্ভব নয়, তা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছ কেন?'

কিন্তু হৃদয়বিদারক দুঃখ লোকটিকে আরও অনুনয় করতে বাধ্য করছিল। এমনকি সে শপথ করে ঘোষণা করল যে, সাধুজী তার ছেলেকে জীবনে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত সে চলে যাবে না। তখন ঈশ্বরের দাস তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন সেই মৃতদেহ কোথায়। লোকটি উত্তরে বলল, 'মঠের প্রবেশদ্বারে।'

যখন ঈশ্বরের মানুষ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সেই মৃত ছেলের পাশে জানুপাত করলেন এবং তার উপর ঝুঁকে পড়লেন। পরে তিনি উঠলেন এবং প্রার্থনায় দু' হাত স্বর্গের দিকে প্রসারিত করে বললেন, 'প্রভু, আমার পাপকর্ম গণ্য না করে এই লোকের বিশ্বাসই বরং গণ্য কর। সে তো তার ছেলেকে আবার জীবিত দেখার জন্য অনুনয় করছে, তাই এদেহ থেকে তুমি যা নিয়ে নিয়েছ, এদেহকে আবার সেই প্রাণ ফিরিয়ে দাও।'

তাঁর প্রার্থনা শেষ না হতেই সে মৃত বালকটির গোটা দেহখানি জীবিতই যেন আবার নড়তে লাগল। সেখানে উপস্থিত যারা ছিল, তারা কেউই এবিষয়ে সন্দেহ করতে পারেনি যে সেই হঠাৎ করে নড়ে ওঠাটা ঘটল স্বর্গীয় মধ্যস্থতার ফলে। ধন্য বেনেডিক্ট তখন সেই ছোট বালকটির হাত ধরে তাকে তার বাবার কাছে সুস্থ ও জীবিতই ফিরিয়ে দিলেন।

পিতর, এঘটনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবেই দাঁড়ায় যে তাঁর নিজের সেই আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা ছিল না। অন্যথায় তিনি প্রণত হয়ে তার জন্য যাচনা করতেন না।

পিতর

ঘটনাগুলো এবং আপনার কথার মধ্যে এমন মিল রয়েছে যে, আমি এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে আপনি যা কিছুই বলেছেন সবই সত্য। এখন দয়া করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেন, তথা: সাধু ব্যক্তিরা যা যা ইচ্ছা করেন তাঁরা কি তা সবসময়ই বাস্তবায়িত করতে পারেন? আর যা যা আকাঙ্ক্ষা করেন, তা কি প্রার্থনার মাধ্যমে সবসময় পান?

৩৩ বোন স্কলাস্তিকার সাধিত আশ্চর্য কাজ

গ্রেগরি

পিতর, সাধু পলের মত এই পৃথিবীতে এমন সাধু ব্যক্তির আবির্ভাব কি কখনও হবে? অথচ তাঁর দেহে যখন তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল তখন তিনি প্রভুর কাছে তিন তিন বারই প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁর আশা পূরণ করেননি [ক]। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার অবশ্যই তোমাকে বলা উচিত যে, একদা পূজনীয় পিতা বেনেডিক্টেরও একটা আশা ছিল যা তিনি পূরণ করতে অক্ষম হলেন।

তাঁর বোন স্কলাস্তিকা বাল্যকাল থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন; তিনি সাধারণত প্রতি বছর একবার ভাইয়ের কাছে যেতেন। তখন ধন্য বেনেডিক্ট পর্বতের পদতলে মঠের এমন এক স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন যা সদর ফটক থেকে বেশি দূরে নয়।

প্রথামত তিনি একদিন মঠে গেলে তাঁর পূজনীয় ভাই কয়েকজন শিষ্যকে সঙ্গে করে তাঁকে বরণ করতে পর্বত থেকে নেমে গেলেন। তাঁরা দু'জনে ঈশ্বরের প্রশংসা ও পুণ্য আলাপ-আলোচনায় দিন কাটালেন, ও সন্ধ্যা এলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

তারপর আবার টেবিলে বসে তাঁরা পুণ্য বিষয়ে কথা বলতে বলতে রাত এত গভীর হয়ে পড়েছিল যে ধর্মপ্রাণ বোনটি ভাইকে অনুরোধ করে বললেন, 'অনুনয় করি,

এই রাতে আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না, বরং সকাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবনের পুণ্য সংলাপে স্বর্গের কথা বলতে থাকি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'বোন! তুমি কী কথা বলছ? আমি কোন মতেই মঠের বাইরে রাত কাটাতে পারি না।'

ভাইয়ের অসম্মতি শুনে স্কলাস্তিকা টেবিলের উপরে করজোড়ে হাত রেখে সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাতের উপরে মাথা নত করলেন। তিনি টেবিলের উপর থেকে মাথা তুলতে না তুলতেই বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রধ্বনির সঙ্গে এমন মুষলধারায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় যে পূজনীয় বেনেডিক্ট ও তাঁর সঙ্গীরাও যেখানে ছিলেন, সেই ঘরের দরজার বাইরে পা বাড়ানোও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

হাতের উপরে মাথা নত রেখে যে অশ্রুজলে টেবিলটা প্লাবিত করছিলেন, সেই অশ্রুজলে এই পুণ্যবতী সন্ন্যাসিনী মেঘহীন আকাশকে জলবর্ষণে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই ঝড় শুরু হয়ে গেল। এমনকি, ঘটনা দু'টো এতই ঘনিষ্ঠভাবেই ঘটল যে তিনি টেবিল থেকে মাথা ওঠানোর সাথে সাথেই মেঘ ডাকতে শুরু করল। যে ক্ষণে তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন, ঠিক সেই ক্ষণেই প্রবল বর্ষা পড়তে শুরু করল।

তেমন অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনের ভিতর দিয়ে যে মঠে ফিরে যেতে পারবেন না, তা বুঝতে পেরে ঈশ্বরের মানুষ মনঃক্ষুণ্ন হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, বোন! তুমি কী করেছ?' তিনি কিন্তু

তাঁকে উত্তরে বললেন, ‘দেখ, আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি কিন্তু আমাকে শুনতে চাওনি। আমার প্রভুকে অনুরোধ করলাম আর তিনি আমাকে শুনলেন। এখন তুমি যাও তো দেখি কি করে যাও। আমাকে ছেড়ে যাও, ফিরে যাও মঠে।’

তাই ঘরের বাইরে আদৌ যেতে না পেরে যিনি সেখানে স্বেচ্ছায় থাকতে চাননি, বাধ্য হয়েই তাঁকে সেখানে থাকতে হল। ফলে তাঁরা সারা রাত জেগে কাটালেন: আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা একে অন্যকে বর্ণনা করতে করতে পুণ্য কথোপকথনে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠলেন।

আর এজন্যই আমি তোমাকে একথা বলেছিলাম যে, একদা পূজনীয় বেনেডিক্ট যা আশা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। যদি আমরা তাঁর মনের কথা বিচার-বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তিনি চাচ্ছিলেন যখন তিনি মঠ থেকে নেমে এসেছিলেন তখন আকাশ যেমন পরিষ্কার ছিল আকাশ তেমন অবস্থাতেই থাকবে। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা বৃথা হল আর তিনি এমন আশ্চর্য কাজের সাক্ষী হলেন যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজের প্রভাবে কেমন যেন স্কলাস্তিকার বুকের মধ্য থেকেই ঘটিয়েছিলেন।

যিনি বহু দিন ধরেই আপন ভাইকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন, সেই স্কলাস্তিকা যে ভাইয়ের চেয়ে অধিক পেরেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই; যেহেতু যোহনের বাণী অনুসারে ‘ঈশ্বর ভালবাসা’[খ], সেজন্য তা সত্যি সঠিক হল যে, যিনি অধিক ভালবেসেছিলেন তিনিই অধিক পেরেছিলেন।

পিতর

সত্য কথা বলব: আপনার এই কথা আমি খুবই পছন্দ করেছি।

৩৪ কপোতের আকারে স্কলাস্তিকার আত্মার স্বর্গে প্রবেশ

গ্রেগরি

পরের দিন সকালবেলায় স্কলাস্তিকা নিজ সঙ্ঘে এবং ঈশ্বরের মানুষ নিজ মঠে ফিরে গেলেন। তিন দিন পরের ঘটনা: নিজ কক্ষে বসে তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখতে পান, বোনের আত্মা দেহ ছেড়ে কপোতের আকারে স্বর্গীয় গৌরবে প্রবেশ করছে। বোনটিকে যে এত মহাগৌরব আরোপ করা হয়েছে, তার জন্য আনন্দের পূর্ণতায় তিনি স্তবস্তুতি ও প্রশংসাগানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন; এবং ভ্রাতাদের বোনের মৃত্যুর সংবাদ জানানোর পর তাঁদের কয়েকজনকে পাঠালেন তাঁরা যেন তাঁর মৃতদেহ মঠে নিয়ে এসে সেই সমাধিমন্দিরে রাখেন যা তিনি নিজের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ফলে যাঁরা ঈশ্বরে একপ্রাণ হয়েছিলেন, সমাধিও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারল না।

৩৫ বেনেডিক্টের চোখের সামনে একীভূত জগৎ কাপুয়ার বিশপের আত্মা স্বর্গে উপনীত

অন্য এক সময় পরিসেবক সের্ভান্দুস ঈশ্বরের দাসকে তাঁর প্রথামত দেখতে এসেছিলেন। তিনি কাম্পানিয়া অঞ্চলের সেই মঠের আব্বা ছিলেন যা একসময় শাসকসভার সদস্য লিবেরিউস দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তিনি ধন্য বেনেডিক্টের সঙ্গে চরমকাল সংক্রান্ত সত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে খুব পছন্দ করতেন, কেননা তিনিও ছিলেন গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মানুষ। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে তাঁরা ইতিমধ্যেই সেই স্বর্গীয় খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করতে পারতেন যা এজীবনকালে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে পারতেন না। যখন নৈশ বিশ্রামের সময় এল, তখন পূজনীয় বেনেডিক্ট মিনারের (ক) দ্বিতীয় তালায় নিজ কক্ষে গেলেন এবং সের্ভান্দুসকে নিচের একটি কক্ষে রাখলেন যা তাঁর নিজের কক্ষের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে যুক্ত ছিল। তাঁদের শিষ্যেরা মিনারমুখী বড় দালানেই ঘুমাতেন। উষাজাগরণী শুরু হওয়ার

অনেক আগে ঈশ্বরের মানুষ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সকলে বিশ্রামরত অবস্থায় থাকতে তিনি সেখানে জাগরণ পালন করছিলেন ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। সেই গভীর রাতে হঠাৎ তিনি ঊর্ধ্ব থেকে নিচের দিকে আলোপাত করছে এমন আলো দেখতে পেলেন যা সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, আর তেমন আলোতে অন্ধকারময় সমস্ত কিছুই মিলিয়ে গেল। তখন আশ্চর্যময় আর এক ঘটনাও ঘটল: তাঁর নিজের পরবর্তীকালীন বর্ণনা অনুসারে, সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল। পূজনীয় পিতা একদৃষ্টে সেই উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় কাপুয়ার বিশপ জের্মানুসের আত্মাকে দেখতে পেলেন যা অগ্নিময় এক গোলকে স্বর্গদূতদের দ্বারা স্বর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অন্য কেউ তেমন অলৌকিক দৃশ্যের সাক্ষী হবে এই আশা নিয়ে তিনি উচ্চ স্বরে দু' তিনবার সের্ভান্দুসকে ডাকলেন। সাধুজীর ডাক শোনামাত্রই সের্ভান্দুস উপরের কক্ষে ছুটে গিয়ে সেই অলৌকিক আলোর শেষ দৃশ্য দেখতে পেলেন। যা ঘটেছে, ঈশ্বরের মানুষ যখন তাঁকে তার বর্ণনা দিলেন, তখন তিনি সেখানে বাকহীন ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে রইলেন। পরে, দেরি না করেই ঈশ্বরের মানুষ ধর্মিষ্ঠ থেওপ্রবুসকে কাসিনোতে যাওয়ার আদেশ দিলেন, এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছে তিনি যেন একই রাতেই এক দূত কাপুয়ায় (খ) পাঠান যাতে জানা যেতে পারে বিশপ জের্মানুসের কি ঘটেছিল। আদেশটা পালন করে সেই দূত আবিষ্কার করলেন যে, শ্রদ্ধাভাজন বিশপ ইতিমধ্যেই মারা গেছিলেন। অধিক বিস্তারিত খবর জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর মৃত্যু ঠিক সেই ক্ষণেই ঘটেছিল যে ক্ষণে প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট তাঁর আত্মাকে স্বর্গে উপনীত হতে দেখেছিলেন (গ)।

পিতর

কেমন বিস্ময়কর আশ্চর্য কাজ! আমি নিজে জানি না আমাকে কি মনে করতে হয় যখন আপনাকে বলতে শুনি যে, সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল। আমার কখনও এমন কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। এক দৃষ্টিপাতেই গোটা বিশ্বজগৎকে দেখা, এ কার্ পক্ষেই বা সম্ভব হতে পারে?

গ্রেগরি

পিতর, একথা ভালভাবে মনে রাখ। যে প্রাণ সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পায়, তার কাছে গোটা সৃষ্টি অবশ্যই ছোট বলে প্রতীয়মান হবে। কেননা যখন সেই প্রাণ একবার তাঁর আলোর ক্ষুদ্র একটি অংশ লক্ষ করে থাকে, তখন তার চোখে সমস্ত সৃষ্টবস্তু ছোটই মনে হবে। পবিত্র ঐশদর্শনের আলো মনকে ঈশ্বরে বিস্তৃত ও বিকশিত করে যতক্ষণ না মন বিশ্বের উপরে বিরাজ করে। বাস্তবিকই, যে প্রাণ তাঁকে দেখে, সেই প্রাণ নিজের থেকে অধিক উপরে উঠে যায়, আর সেই প্রাণ ঊর্ধ্বে উপনীত হতে হতে তার নিজের সকল অভ্যন্তরীণ শক্তি বিকশিত হয়। ফলে, যখন সে ঊর্ধ্ব থেকে নিচের দিকে তাকায়, তখন তার কাছে আগে যা দেখা অসম্ভব ছিল, সে দেখে যে আসলে সেই সবকিছু একেবারে ক্ষুদ্র।

পিতর, সেই অগ্নিময় গোলককে দেখা ও স্বর্গদূতেরা যে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছিলেন তাও দেখা তাঁর পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারল যদি না সেই সবকিছু তিনি স্বয়ং ঈশ্বরেরই আলোতে দেখতে পেলেন? সুতরাং আমরা এতে বিস্মিত হব কেন যে, এই অভ্যন্তরীণ আলো জগতের এতই ঊর্ধ্বে তাঁকে উন্নীত করার পর তিনি গোটা জগৎকে নিজের সামনে একীভূত বলে দেখতে পেরেছিলেন? অবশ্যই, যখন আমি বলি যে সমগ্র জগৎ তাঁর চোখের সামনে একীভূত হয়েছিল, তখন আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি না যে, স্বর্গ ও জগৎ ছোট হয়ে গেছিল, বরং বলতে চাই যে তাঁর প্রাণ বিকশিত হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়ায়, যা কিছু ঈশ্বরের নিম্নে তা তাঁর পক্ষে দেখা সহজ ছিল। এবং বাইরের যে আলো তাঁর চোখের সামনে দীপ্তিমান ছিল, সেই আলোতে এমন উজ্জ্বলতা ছিল যা তাঁর মনের গভীরেই গেল, এবং নিম্নলোকের সকল অর্থহীন জিনিস দেখানোর জন্য তাঁর প্রাণকে স্বর্গের দিকে উন্নীত করল।

পিতর

আপনাকে বুঝবার জন্য আমার অসুবিধা সত্যকার উপকার বলে প্রমাণিত হয়েছে, কেননা সেই অসুবিধাজনিত ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়েছে। যেহেতু আপনি আমার

সে সমস্যা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, সেজন্য কি পুনরায় ধন্য বেনেডিক্টের জীবনীর বর্ণনায় ফিরে যাবেন?

৩৬ সন্ন্যাসীদের জন্য লেখা সেই বিখ্যাত নিয়ম

গ্রেগরি

পূজনীয় পিতা সম্পর্কে আমি তোমাকে অধিক কিছু বলতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু অন্যান্য সাধুসাধ্বীর কর্মকীর্তির কথা বলায় আমার গভীর আগ্রহে আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর কয়েকটা আশ্চর্য কাজের কথা অতিক্রম করে যাব। কিন্তু একটা বিষয় আছে যার দিকে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তাঁর অসংখ্য আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাছাড়া ঈশ্বরের সেই মানুষ তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাদানের জন্য কম বিখ্যাত ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য এক নিয়ম লিখেছিলেন যা তার বিচারবোধসম্পন্নতার জন্য উৎকৃষ্ট ও তার শব্দসম্ভারের জন্য সমৃদ্ধ (ক)। যে কেউ তাঁর জীবনধারণ ও স্বভাব সম্পর্কে অধিক কিছু জানতে ইচ্ছা করে, সে তাঁর লেখা নিয়মের ভিতরে আবিষ্কার করতে পারে প্রকৃতপক্ষে তিনি আব্বা হিসাবে কেমন ছিলেন, কেননা সাধুজী যা শিক্ষাদান করলেন, তা তাঁর নিজের জীবনধারণ থেকে আদৌ ভিন্ন হতে পারেনি।

৩৭ নিজ মৃত্যুর পূর্বঘোষণা

যে বছর এজীবন ছেড়ে তাঁর প্রস্থান করার কথা, সেই বছরে এমন কয়েকজন শিষ্যের কাছে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মঠে বাস করছিলেন ও যাঁরা দূরবর্তী অন্য মঠে বাস করছিলেন তাঁদেরও কাছে ধন্য বেনেডিক্ট নিজ পুণ্য প্রয়াণের দিন প্রকাশ করলেন; যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের তিনি এবিষয়ে নীরবতা বজায় রাখতে আদেশ করলেন, আর

যাঁরা দূরে ছিলেন, তাঁদের এমন লক্ষণ ইঙ্গিত করলেন যা দ্বারা তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁর প্রাণ দেহ ত্যাগ করে গেছে।

মৃত্যুর ছয় দিন আগে তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁর সমাধিমন্দির যেন খোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এমন জ্বরে আক্রান্ত হলেন যার তীব্র উত্তাপে পরিশ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। দিনের পর দিন তাঁর অবস্থা গুরুতর হয়ে গেলে ষষ্ঠ দিনে শিষ্যদের দ্বারা তাঁকে প্রার্থনালয়ে আনা হল; এখানে তিনি নিজ প্রস্থানের প্রস্তুতির জন্য প্রভুর দেহরক্ত গ্রহণ করলেন, এবং শিষ্যদের উপর দুর্বল শরীর ভর দিয়ে দু'হাত স্বর্গের দিকে উচ্চ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ও প্রার্থনা করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন(ক)।

সেই একই দিনে সেই মঠের একজন সন্ন্যাসী ও দূরবর্তী আর এক সন্ন্যাসী একই দর্শন পেলেন: তাঁরা বহু প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল এমন পথ দেখতে পেলেন যার উপর কতগুলো চাদর পাতা আছে; পথটা তাঁর কক্ষ থেকে শুরু ক'রে পুব থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই পথে তাঁরা মর্যাদাপূর্ণ এমন মানুষকে দেখতে পান যিনি দিব্য আলোতে দীপ্তিমান; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা যে পথ চেয়ে দেখছেন সেই পথ কার্। তাঁরা যখন স্বীকার করলেন যে তা জানতেন না, তখন তিনি তাঁদের বললেন: 'এ সেই পথ, যা দিয়ে প্রভুর প্রীতিভাজন সেই বেনেডিক্ট স্বর্গে আরোহণ করছেন।' তাতে উপস্থিত সন্ন্যাসীরা যেমন সাধু ব্যক্তির প্রয়াণ দেখতে পেলেন, তেমনি দূরবর্তী সন্ন্যাসীরাও পূর্বকথিত সেই লক্ষণ দ্বারা তাঁর প্রয়াণের কথা জানতে পারলেন।

আপল্লোস-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরে তিনি নিজে যে প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের সেই প্রার্থনাগৃহেই তিনি সমাহিত হলেন।

৩৮ সুবিয়াকোর গুহাতে উন্মাদ মহিলার সুস্থতালাভ

আর সুবিয়াকোর সেই গুহায় যেখানে তিনি প্রথমকালে বসবাস করেছিলেন, প্রার্থীদের বিশ্বাস উপযুক্ত হলে সেখানেও তিনি এখনও আশ্চর্য কাজ সাধন করে থাকেন। আর যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি, তা সম্প্রতিই ঘটেছে।

একজন মহিলা সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ হয়ে গেছিল। সে দিন রাত পাহাড় ও উপত্যকার উপর দিয়ে এবং বনে ও মাঠে মাঠে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত, এবং কেবলমাত্র তখনই থামত যখন সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত হয়ে যেত। এমনি একদিন, প্রতিদিনের মত উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে, সে মহিলা যে কোথায় ছিল তা কিছু না জেনেই সাধু বেনেডিক্টের গুহায় গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। পরবর্তী দিন সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে ঘুম থেকে উঠল এবং পূর্বের তার সেই শারীরিক দুর্বলতার কোন চিহ্ন না দেখিয়ে গুহাটা ত্যাগ করল। এরপর সে তার সেই শারীরিক দুর্বলতা থেকে সারা জীবন ধরেই মুক্ত থাকল।

পিতর

আমাদের প্রতি তাঁদের যত্নে সাক্ষ্যমরগণও সাধারণত তাঁদের দেহাবশেষের মধ্য দিয়ে একই ধরনের মহা অনুগ্রহ সেইভাবে মঞ্জুর করেন না যেভাবে তাঁদের অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসের মধ্য দিয়ে করে থাকেন, এ কেমন হতে পারে? কেননা আমরা বহুবার দেখি যে তাঁদের সমাধিস্থান থেকে দূরবর্তী স্থানগুলোতেই তাঁরা অধিক বিস্ময়কর আশ্চর্য কাজ সাধন করেন।

গ্রেগরি

পিতর, এতে কোন সন্দেহ নেই যে পবিত্র সাক্ষ্যমরগণ অগণন আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করতে পারেন যেখানে তাঁদের দেহ বিশ্রাম নেয়। এবং তাঁরা সেসকল আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন তাদের সকলের জন্য যারা সেখানে পবিত্র মন নিয়ে প্রার্থনা করে। কিন্তু, সেসকল জায়গায় যেখানে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দেহ সমাধিস্থ হয়নি, সেখানে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে যে, যাদের বিশ্বাস দুর্বল তারা তাঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে ও তাঁদের যে প্রার্থনা মঞ্জুর করার ক্ষমতা আছে সে সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করতে পারে। ফলত তাঁরা ঠিক সে সকল জায়গায়ই অধিক আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন। কিন্তু ঈশ্বরের উপর যার বিশ্বাস খুবই দৃঢ়, সে সেই বিশ্বাস গুণেই অধিক অনুগ্রহ সঞ্চার করে, কেননা সে একথা বুঝতে পারে যে, সাক্ষ্যমরেরা তার প্রার্থনা শোনার জন্য উপস্থিত যদিও তাঁদের দেহ অন্য কোন এক স্থানে সমাধিস্থ।

তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্যই সনাতন সত্য বলেছিলেন, 'আমি যদি চলে না যাই, তাহলে সে সহায়ক আসবেন না।'[ক] সহায়ক সেই পবিত্র আত্মা যখন অবশ্যই সর্বদাই পিতা ও পুত্র থেকে অগ্রসর [খ], তখন পুত্র কেনই বা বলেন যে, তিনি চলে যাবেন যেন সেই সহায়ক আত্মা আসতে পারেন, যে-আত্মা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে কখনোই ত্যাগ করেন না? কারণটা এরূপ: যেহেতু শিষ্যেরা প্রভুকে তাঁর দেহগত অবস্থায় দেখতে দেখতে তাঁদের দেহগত চোখ দিয়ে সর্বদাই তাঁকে দেখবার বাসনা করতেন, সেজন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে তিনি তাঁদের বলেছিলেন, 'আমি যদি না চলে যাই, তাহলে সে সহায়ক আসবেন না।' তিনি প্রকৃতপক্ষে যা বলতে চাচ্ছিলেন তা হল, 'আমি তোমাদের আধ্যাত্মিক ভালবাসার শিক্ষা দিতে পারি না যদি-না আমি তোমাদের কাছ থেকে আমার দেহ সরিয়ে নিয়ে যাই; যতদিন তোমরা তোমাদের দৈহিক চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে থাকবে, ততদিন আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে ভালবাসতে পারবে না।'

পিতর

এ সত্যি খুবই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।

গ্রেগরি

এসো, কিছু সময়ের জন্য আমাদের আলোচনা বন্ধ করি। যেহেতু আরও সাধু ব্যক্তিদের সাধিত আশ্চর্য কাজ বর্ণনা করতে যাচ্ছি, সেহেতু কিছু সময়ের জন্য নীরব থেকে কণ্ঠস্বরকে বিশ্রাম দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিশিষ্ট

আজকালে সাধু বেনেডিক্ট সঙ্ঘ

পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট ইহলোক ত্যাগ করলেন সুদূর সেই ৫৪৭ সালে। কিন্তু সেসময় থেকে তিনি মানবসমাজের মাঝে উপস্থিত থাকলেন তাঁর অনুসারীদের মধ্য দিয়ে। কেননা সেসময় থেকে, বিশেষভাবে মহাপ্রাণ গ্রেগরির সময় থেকেই তাঁর সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী পৌত্তলিক ইউরোপের সকল দেশে প্রেরিত হয়ে, নিরক্ষর ও অনুর্বর যত স্থানে মানুষের পাশাপাশি পরিশ্রম ক'রে তাদের এনে দিলেন খ্রিষ্টবিশ্বাসের ও সভ্যতার আলো যা 'অরা এৎ লাবোরা' অর্থাৎ 'প্রার্থনা ও কাজ' (কিংবা পরিশ্রম) মূলসুরে ব্যক্ত। মূলসুরটি যদিও সাধু বেনেডিক্টের জীবনীতে বা তাঁর নিয়মে উল্লিখিত নয়, তবু তাঁর মন-মানসিকতা সুন্দরভাবেই প্রকাশ করে, কেননা তাঁর জীবনীতে ও তাঁর নিয়মে প্রার্থনা ও কাজের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব কখনোই ভেসে ওঠে না: প্রার্থনার সময়ে যেমন মন দিয়ে করা প্রার্থনাই সেই প্রার্থনা ও সেই সময়টা পবিত্র করে, কাজের সময়ে তেমনি মন দিয়ে করা কাজই সেই কাজ ও সেই সময়টা পবিত্র করে। আর কাজকে কম-বেশি পবিত্র ধরনের বা উঁচু-নিম্ন ধরনের কাজ বলে নির্ণয় করা চলবে না, যেহেতু পরিশ্রম সবসময়ই পবিত্র। কাজ যে এত সম্মানের ব্যাপার, এধারণা সেসময় একেবারে নতুন ছিল। বাস্তবিকই প্রচলিত ধারণা উল্টই ছিল, তথা, নিম্ন শ্রেণির মানুষই মাত্র কাজ করবে। সংক্ষিপ্তভাবে এটিই মানবজাতির কাছে রেখে যাওয়া সাধু বেনেডিক্টের অমূল্য উত্তরাধিকার। এ সমস্ত কারণের জন্যই তিনি ইউরোপ মহাদেশের স্বর্গীয় প্রতিপালক।

আজকালেও বেনেডিক্টপন্থী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী জগতের বহু বহু দেশে কর্মরত থেকে তাদের পুণ্য পিতার জীবন-আদর্শ মেনে চলে। তাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের মত। এক একটা মঠ সাধারণত স্বতন্ত্র (অর্থাৎ সরাসরি পোপ মহোদয়ের অধীন) হয়েও, তবু তাদের মধ্যে গভীর একটি ঐক্য বিরাজমান, যে ঐক্য একই নিয়ম-পালন (সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম) ও একই মনোভাব-দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা-পরিস্থিতি ও ধর্মীয়-সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী নানা

ধরনের কর্মসূচী অনুশীলন করা সত্ত্বেও, তাদের প্রভুসেবা [ক] একই হয়ে থাকে, তথা এমন ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা যা প্রভুর প্রশংসার প্রাধান্য ঘোষণা করে।

বাংলাদেশে তাঁর শিষ্যেরা সাধু বেনেডিক্ট মঠে (মহেশ্বরপাশা - খুলনা) বাস করে। তারাও বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এবং তাদের প্রার্থনা-জীবনের মধ্য দিয়ে পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের আদর্শ বহন করতে চেষ্টা করে যাতে সবার ওষ্ঠ ও হৃদয় যিশু খ্রিষ্টেরই নাম ও প্রভুত্ব ধ্বনিত করে।

(ক) বেনেডিক্ট নামের প্রকৃত অর্থই আশিসধন্য (কিংবা, আশীর্বাদের পাত্র)। এই অনুসারে পংক্তির আক্ষরিক অনুবাদ হল: পুণ্য জীবনের এমন এক মানুষ ছিলেন যিনি অনুগ্রহেও আশিসধন্য, নামেও আশিসধন্য। অর্থাৎ: বেনেডিক্টের জীবন পুণ্য হল যেহেতু তিনি ঐশঅনুগ্রহের প্রতি বাধ্য থাকলেন।

(খ) নুর্সিয়া রোম থেকে মোটামুটি একশ' কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট একটি শহর। সাধু বেনেডিক্টের সম্ভাব্য জন্মতারিখ হল ৪৮০।

(গ) উল্লিখিত মঠ রোমে লাতেরানুস মহাগির্জার পাশে অবস্থিত।

(ঘ) অর্থাৎ, সুবিয়াকো।

১ (ক) সম্ভবত গ্রামের লোকেরা গির্জাঘরের মধ্যে নয়, গির্জার পান্তশালায়ই বেনেডিক্টকে আশ্রয় দিল।

(খ) লোঙ্গবার্দ বর্বর জাতি নিজেদের দেশ সেই জার্মান ছেড়ে ৫৬৮ সালে ইতালিকে দখল করে এবং ৭৭৪ সাল পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করে।

(গ) সুবিয়াকো আফিলে থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে, আনিও জলধারার ধারে, অবস্থিত। সুবিয়াকো নামের অর্থই 'হ্রদের [বাঁধের] নিচে', যে হ্রদের কথা এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত। রোম-সম্রাট ক্লাউদিউস জলধারার এক স্থানে একটা বাঁধ বাঁধিয়েছিলেন বলেই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। আজকালে আর কোন হ্রদ নেই, যেহেতু ১৩০৫ সালে, বন্যার সময়ে, বাঁধটা ধ্বংস হয়, সেইসঙ্গে হ্রদটাও মিলিয়ে যায়।

(ঘ) মথি ৫:১৫ দ্রঃ।

(ঙ) প্রেরিত ৯:১০-১৯ দ্রঃ।

২ (ক) গণনা ৮:২৪-২৬ দ্রঃ।

৩ (ক) আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানটি সম্ভবত বিকোবারো, যা সুবিয়াকো থেকে মোটামুটি ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে, আনিও জলধারার ধারে, অবস্থিত।

(খ) প্রজ্ঞা ২:১২-২০ দ্রঃ।

(গ) লুক ১৫:১৭।

(ঘ) প্রেরিত ১২:১১।

(ঙ) প্রেরিত ৯:২৫; ২ করি ১১:৩২,৩৩।

(চ) ফিলি ১:২১,২৩।

(ছ) হিব্রু ১০:৩২-৩৬।

(জ) কতিপয় পাণ্ডুলিপি একুইতিউস-এর স্থানে এউথিকিউস নামটি উপস্থাপন করে।

৭ (ক) মথি ১৪:২৮-২৯।

৮ (ক) যাত্রা ১৭:১-৭; গণনা ২০:১-১১ দ্রঃ।

(খ) ২ রাজা ৬:৪-৭ দ্রঃ।

(গ) মথি ১৪:২৯-২৯ দ্রঃ।

(ঘ) ১ রাজা ১৭:৬ দ্রঃ।

(ঙ) ২ শামু ১:১১-১২; ১৮:৩৩ দ্রঃ।

(চ) যোহন ১:৯,১৬।

(ছ) মথি ১২:৩৯,৪০ দ্রঃ।

(জ) এখানে সেই পথের দিকে অঙুলি নির্দেশ করা হচ্ছে, যে পথ পদতল থেকে (অর্থাৎ কাসিনো থেকে) পর্বতের চূড়া পর্যন্ত (অর্থাৎ মন্তেকাসিনো পর্যন্ত) বিস্তৃত। পর্বতটি মোটামুটি ৬০০ মিটার উচ্চ।

(ঝ) মন্তেকাসিনো রোমের মোটামুটি ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। সাধু বেনেডিক্ট মন্তেকাসিনোতে ৫২৯ সালে আগমন করেন। পর্বতচূড়ায়, উল্লিখিত সেই দেব-মন্দিরগুলো ছাড়া, পদতলের নানা গ্রামের বাসিন্দাদের রক্ষার জন্য খুব প্রাচীন একটা দুর্গও ছিল। সেই পর্বতচূড়ায় সাধু বেনেডিক্ট যে মঠ নির্মাণ করেন (যার বর্তমান নাম মন্তেকাসিনো মঠ), তা সেই দুর্গের প্রাচীরের মধ্যেই গাঁথা হয়েছিল।।

(ঞ) অর্থাৎ, তুরের বিশপ সাধু মার্টিন। সেসময় তিনি আদর্শ সন্ন্যাসী বলে গণ্য ছিলেন।

১২ (ক) সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৫১।

১৩ (ক) ২ রাজা ৫:২৫-২৭।

১৪ (ক) গোৎ (কিংবা অস্ত্রগোৎ) জাতি ছিল পূর্ব ইউরোপের একটা জার্মান জাতি যারা ৪৯৩ সালে ইতালিকে দখল করে সেখানে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের প্রথম রাজার নাম থেওদরিকুস। পরবর্তীকালে রোমীয় সম্রাট জুস্তিনিয়ানুস তাদের পরাভূত করে ইতালিকে আবার নিজের অধীনে এনেছিলেন। উল্লিখিত তোতিলা রাজা (৫৪১-৫৫২) সাধু বেনেডিক্টের সময়ে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন ইতালিকে আবার নিজের অধীনস্থ করার জন্য। এই পরিচ্ছেদের ঘটনা সম্ভবত ঘটেছিল যখন তোতিলা নিজ সৈন্যদের নিয়ে নেয়াপলিসের দিকে এগোচ্ছিলেন। নেয়াপলিসকে তিনি অবরুদ্ধ করে অবশেষে ৫৪৩ সালে দখল করেছিলেন।

১৫ (ক) কানোসা মন্তেকাসিনো থেকে মোটামুটি ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

(খ) কানোসার বিশপের সঙ্গে এই আলোচনার কারণে ৫৪৭ সালই সাধু বেনেডিক্টের মৃত্যু-তারিখ বলে গণ্য। কেননা এটাই স্পষ্ট যে, তাঁরা দু'জন তোতিলার দ্বারা রোম-অবরোধের বিষয়ে কথা বলছিলেন, আর সেই অবরোধ ৫৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়েছিল যখন রোম তোতিলার হাতে পড়ল। সাধু বেনেডিক্টের ভাববাণীর প্রথম অংশ এতে পূর্ণতা লাভ করেছিল যে, তোতিলা রোমকে ভূমিসাৎ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু সম্রাটের বেলিসারিউস সেনাপতির মধ্যস্থতার ফলে ক্ষান্ত হলেন। তাতে রোম সত্যিই বর্বর জাতির দ্বারা ধ্বংসিত হল না।

১৬ (ক) আকুইনো মন্তেকাসিনো থেকে মোটামুটি আট কিলোমিটরি দূরে অবস্থিত।

(খ) ১ করি ৫:৫ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ৬:১৭।

(ঘ) রো ১১:৩৪।

(ঙ) ১ করি ২:১১,১২,৯।

(চ) রো ১১:৩৩।

(ছ) সাম ১১৯:১৩।

১৭ (ক) মন্তেকাসিনো গোৎ জাতীয় জন্ত দ্বারা ৫৮৯ সালে ধ্বংসিত হয়; এবং ৭২০ সালে পুনর্নির্মিত হয়।

(খ) প্রেরিত ২৭ দ্রঃ।

১৯ (ক) সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৫৪।

২১ (ক) এখানে সম্ভবত ৫৩৭ ও ৫৩৮ সালের দুর্ভিক্ষের কথা বলা হচ্ছে।

(খ) যোহন ৩:৮ দ্রঃ।

(গ) ২ শামু ৭।

(ঘ) ২ রাজা ৪:২৭।

২২ (ক) তেরাচিনা এমন সমুদ্র-বন্দর যা মন্তেকাসিনো থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

(খ) দা ১৪:৩২-৩৮ দ্রঃ।

২৩ (ক) সেসময় দীক্ষিত নয় যারা এবং মণ্ডলীচ্যুত যারা, তাদের জন্য এ নিয়ম ছিল, সুসমাচার-ঘোষণা ও তার ব্যাখ্যার পরে তারা গির্জা থেকে বের হবে।

(খ) মথি ১৬:১৯।

২৪ (ক) সেসময় খ্রিষ্টভক্ত সকলেই পবিত্র রুটি নিজ ঘরে নিয়ে যেতে ও রাখতে পারত। খ্রিষ্টমণ্ডলীর সহভাগিতায় মৃত্যুবরণ করেছিল যারা, তাদের বুকের উপরে সেই রুটি রাখাও সাধারণ প্রথা ছিল।

২৫ (ক) প্রকাশ ১২:৩-৯ দ্রঃ।

২৮ (ক) এখানে সম্ভবত ৫৩৭ ও ৫৩৮ সালের দুর্ভিক্ষের কথা বলা হচ্ছে।

(খ) লুক ১৮:২২ দ্রঃ।

৩০ (ক) যোহন ১:১২।

(খ) প্রেরিত ৯:৩৬-৪১;৫:১-১০ দ্রঃ।

৩২ (ক) প্রেরিত ৯:৩৬-৪১;২০:৯,১০ দ্রঃ।

৩৩ (ক) ২ করি ১২:৭-৯ দ্রঃ।

(খ) ১ যোহন ৪:৬ দ্রঃ।

৩৫ (ক) অর্থাৎ প্রাচীন দুর্গের সদর ফটকের ধারে অবস্থিত সেই উচ্চ ঘর যেখানে প্রহরীরা পাহারা দিত।

(খ) কাপুয়া মন্তেকাসিনো থেকে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূবে অবস্থিত।

(গ) জের্মানুস ৫৪১ সালে মারা যান।

৩৬ (ক) নিয়মটা আশ্রম-স্ক্রিপ্তরিউমে পাওয়া যায়।

৩৭ (ক) ২১শে মার্চ ৫৪৭ সালে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট ইহলোক থেকে প্রস্থান করেন।

৩৮ (ক) যোহন ১৬:৭।

(খ) যোহন ১৫:২৬

পরিশিষ্ট (ক) সাধু বেনেডিক্তের নিয়ম, প্রস্তাবনা ৪৫।